CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 June, 2021 ■ আগরতলা, ৩ জুন, ২০২১ ইং ■ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণে কিছুটা হ্রাস, মৃত্যু মিছিল ক্রমেই দীর্ঘায়িত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমেছে। কিন্তু মৃত্যু মিছিল কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৫৭১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে এবং আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মৃতের সংখ্যা ছিল একদিনে ছয়। স্বাভাবিকভাবে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে মৃত্যু মিছিলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গোটা রাজ্য। তবে আজ ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় সামান্য স্বস্তি মিলেছে। কিন্তু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনায় আক্রান্তে লাগাতার শীর্ষ হারে বৃদ্ধি চিন্তা কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। তবে দৈনিক সুস্থতার হার কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। কিন্তু লাগাতার দৈনিক মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি ভীষণ উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১১,১২২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৫৭১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার অনেকটাই বেড়ে হয়েছে ৫.১৩ শতাংশ। এদিকে, ফের নয়জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়ে রেখেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৫৮ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ২৪১ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৫,৭৮১ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,২০৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৯,৯১৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। আরটি-পিসিআরে ৭৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৪৯৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৫৮ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫,৭৮১ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫২,৫৪৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪৬,১৭০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.৩৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার সামান্য কমে হয়েছে ৮৭.৯৭ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার ১.০১ শতাংশ। নতুন করে ৯ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৫৩১ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২৪১ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪৪ জন, গোমতি জেলায় ৩৬ জন, ধলাই জেলায় ৩৪ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৩১ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪৬ জন, উনকোটি জেলায় ৭৬ জন এবং খোয়াই জেলায় ৬৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

কিস্তি নিয়ে স্বস্তির খবর

অতিমারি করোনাকালে ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তা করতে হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। করোনা অতিমারির সময়ে ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ গ্রহীতাদের সহায়তা করতে হবে। আজ বুধবার সচিবালয়ে ব্যাঙ্ক ও মাইক্রো ফিনান্স ইনস্টিটিউশনের উচ্চপর্যায়ের সভায় এ-কথা সাফ জানিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

আজ ওই বৈঠকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গাইডলাইন অনুযায়ী করোনার এই অতিমারি সময়ে ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের কিস্তির বিষয়ে কীভাবে সহায়তা করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি নেবে না। তবে ঋণ গ্রহীতা স্বেচ্ছায় ঋণের কিস্তি দিতে চাইলে স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক ও মাইক্রো ফিনান্স ইনস্টিটিউশনস আগামী আগস্ট মাস পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করবে নিজেদের উদ্যোগে বাংলা ও ককবরকে হ্যান্ড বিল বিলি করবে। রাজ্য সরকারও পুরো বিষয়টি স্থানীয় সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করবে।

বুধবার সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও মাইক্রো ফিনান্সের আধিকারীকদের সাথে বৈঠকে করেছেন।

বৈঠকে আলোচনায় অংশ নিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, এখন করোনা অতিমারির সময়। তাই বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও মাইক্রো ফিনান্স ইনস্টিটিউশনগুলিকে ঋণ গ্রহীতাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদেরকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সহায়তা করতে হবে। বৈঠকে এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন অর্থ দফতরের সচিব অপূর্ব রায়, ইনস্টিটিউশন্যাল ফিনান্স-এর অধিকর্তা ড় বিশাল কুমার, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজিএম সিডিভি রঘুনাথ, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী, স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির আহ্বায়ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউকো ব্যাঙ্ক, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, বন্ধন ব্যাঙ্ক, উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক, আর্শিবাদ, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ।

মান্দাইয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার উগ্রপন্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। মান্দাই থানা এলাকার মাধবপাড়া থেকে অস্ত্রসহ এক সন্ত্রাসবাদীকে আটক করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। আমতলী থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট সংবাদের ভিত্তিতে মান্দাই থানার পুলিশ এবং মাধবপাড়া টিএসআর ক্যাম্প এর জওয়ানদের সহযোগিতায় মান্দাই থানা এলাকার মাধব পাড়া থেকে অস্ত্রসহ এক সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেপ্তার করেছে। তার নাম যতীন্দ্র দেববর্মা।

তার কাছ থেকে একটি স্কুটি, একটি পিস্তল, এবং ২ জোড়া পরি ড্রেস উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২৬ শে মে আমতলী থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নন্দরাম পাড়ার যতীন্দ্র দেববর্মার পরিত্যক্ত বাড়ির একটি ঘর থেকে দেশী বন্দুক, পিস্তল , তাজা কার্তুজ, ফৌজি ড্রেস সহ অন্যান্য জিনিসপত্র উদ্ধার করেছিল। কিন্তু যতীন্দ্র দেববর্মাকে সেদিন আটক করা সম্ভব হয়নি।

আমতলী থানার পুলিশ তাকে আটক করার জন্য গত কয়েকদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছিল। সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে আমতলী থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে মান্দাই থানার পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা থেকে দিল্লী ও হাওড়া যাবে কিষাণ রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। কিষাণ রেল ত্রিপুরার কৃষকদের উৎপাদিত কাঁঠাল, আনারস, লেবু-সহ অন্যান্য ফসল আগরতলা থেকে নয়াদিল্লী ও আগরতলা থেকে হাওড়া পর্যন্ত যাবে। আগরতলা থেকে নয়াদিল্লীগামী ট্রেন ছাড়বে আগামী জুন মাসের ১১ ও ২৫ তারিখ এবং জুলাই মাসের ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ তারিখ। আগরতলা থেকে হাওড়াগামী ট্রেন ছাড়বে জুন মাসের ১৬ ও ৩০ তারিখ এবং জুলাই মাসের ৭, ১৪, ২১, ও ২৮ তারিখে। হাওড়াগামী ট্রেনে ফসলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃত ব্যক্তির দেহ সৎকার নিয়ে তীব্র উত্তেজনা বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ জুন।। করোনায় মৃত সৎকার করতে গিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বিশালগড় মধ্য লক্ষ্মীবিল মহাশ্মশানে। প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে অফিসটিলা পালপাড়াস্থিত জনৈক এক ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় তাকে লালসিংমুড়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি হোম আইসোলেশন ছিলেন।

লালসিংমুড়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে এই প্রথম কোন কোভিড আক্রান্ত ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে। সেখান থেকে মৃত ব্যাক্তিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মৃত্যু তিন হাজারের ঊর্ধে দেশে কোভিড সংক্রমণ ১.৩২ লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.)।। ভারতে ফের খানিকটা বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৩ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৮৮ জন, এই সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৩,২০৭ জন রোগীর। একইসঙ্গে মঙ্গলবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৪৫৬ জন। কোভিড টিকাকরণ চলছে দ্রুততার সঙ্গে, ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২১, ৮৫,৪৬,৬৬৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে কমেই যাচ্ছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উস্কানিমূলক বার্তা, রাজ্যে দাঙ্গা বাঁধলে দায়ী থাকবে ভানুলাল সাহা এবং সিপিএম ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। ফেসবুকে বিতর্কিত মন্তব্য করে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সিপিএম বিধায়ক ভানুলাল সাহা। উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন, এই অভিযোগ এনে ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ বুধবার ত্রিপুরায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে ভানুলাল সাহা এবং সিপিএম দলের বিরুদ্ধে নিশানা করলেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কড়া বার্তা, ভবিষ্যতে ত্রিপুরায় দাঙ্গা কিংবা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে তার দায় ভানুলাল সাহা এবং সিপিএম-কে নিতে হবে। তাঁর দাবি, অতীতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সিপিএম বহুবার উস্কানিমূলক বার্তা দিয়েছে। আবারও ক্ষমতা হারিয়ে এখন পেছনের দরজা দিয়ে রাজ্যকে দখল করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

আইনমন্ত্রী এদিন সাফ বলেন, গণতন্ত্রের মুখোশ পরে ভানুলাল সাহা এবং সিপিএম নেতাদের মাওবাদী চিন্তাধারা এখন প্রকাশ্যে এসেছে। তাঁরা কংগ্রেস-টিইউজেএস জোট জমানায় আস্তাবল মাঠে আয়োজিত সমাবেশে ডাক দিয়েছিলেন, সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত উগ্রপন্থী হতে হবে। তিনি বলেন, পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা তাদের স্বভাব। তাই, ওই নিরামিষ অস্ত্র নিয়ে ৩৫ বছর ত্রিপুরায় শাসন করেছে সিপিএম। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, সিপিএমের নেতারাই বলতেন বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। এ-বিষয়ে আইনমন্ত্রীর সাফ কথা, সিপিএম বিধায়কের উস্কানিমূলক মন্তব্যে আগামী দিনে দাঙ্গা হলে কিংবা অচলাবস্থা দেখা দিলে ভানুলাল সাহা এবং সিপিএম তার জন্য দায়ী থাকবে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সিপিএম এখন জনসমর্থন হারিয়েছে। এডিসি নির্বাচনে ভরাডুবিতে তার প্রমাণ মিলেছে। তাই এখন মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এমন বিতর্কিত এবং উস্কানিমূলক বার্তা দেওয়া হচ্ছে। তবে এখন তাদের ওই ষড়যন্ত্র কোনওভাবেই সফল হবে না, দাবি করেন তিনি। তাঁর দাবি, মানুষ এখন সিপিএম নেতাদের ভালোভাবেই চিনে ফেলেছেন। তাঁর কথায়, করোনা পরিস্থিতিতে ভানুলাল সাহা এবং সিপিএমের আচরণ দুর্ভাগ্যজনক। তাই তিনি সকলকে সতর্ক এবং সচেতন থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, ভানুলাল সাহার বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় বিভিন্ন থানায় মামলা হয়েছে। আমতলি থানার ওসি বিষয়টি বিধানসভার অধ্যক্ষের গোচরে নিয়েছেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় যারা ব্যর্থ তারাই আজ প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করছে, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। ছোটখাটো প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যর্থ যারা তারাই আজ করোনার প্রকোপজনিত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করছেন। আজ বুধবার নজরুল কলাক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল ত্রাণ প্যাকেজ প্রকল্প-এর সূচনা করে বিরোধীদের এভাবেই নিশানা করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, আমাদের এখন ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু কিছু মানুষ সবেতেই সমালোচনার জন্য মুখিয়ে থাকেন।

প্রসঙ্গত আজ মুখ্যমন্ত্রী কোভিড স্পেশাল ত্রাণ প্যাকেজ প্রকল্প-এর সূচনা হয়েছে নজরুল কলাক্ষেত্রে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিডের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের সাত লক্ষ পরিবারকে এক হাজার করে টাকা এবং খাদ্যসামগ্রী প্রদান করবে। দলমত নির্বিশেষে তা পৌঁছে যাবে সাত লক্ষ পরিবারের কাছে। তাঁর কথায়, এই প্যাকেজ ঐতিহাসিক, কারণ এর আগে ত্রিপুরায় এত বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মানুষের প্রতিসরকারের বিশ্বাস রয়েছে। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই সরকার তার কাজ করে চলেছে।

এদিন তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, যারা অতীতে ছোটখাটো প্রাকৃতিক

বিপর্যয় সামলাতে ব্যর্থ হয়েছিল তারা আজ কোভিড পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করছে। কারও কল্পনার মধ্যেই ছিল না ভারতে কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরি হবে। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা তা সম্ভব করেছেন। এখন তা নিয়েও কেউ কেউ সমালোচনা করছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, যুদ্ধ, মহামারি এ ধরনের স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে সকলের এক থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, কিছু মানুষ আছে যারা সবেতেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ২৩০ ■ ৩ জুন ২০২১ ইং ■ ১৯ জৈষ্ঠ ■ বৃহস্পতিবার ■১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কঠিন পরিস্থিতির পথপ্রদর্শক

আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে ভারত অনেক অগ্রসর হইয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কাজের লাগাইয়া দেশ গোটা বিশ্বের মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। ভারতে তৈরি করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন দেশের গন্ডি ছাড়াইয়া বিদেশেও প্রশংসিত হইয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারত হইতে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আমদানি করিয়াছে। ভারতের মতো দেশের কাছে ইহা যথেষ্ট সম্মানের। ইতিপূর্বেও ভ্যাকসিন তৈরীর ক্ষেত্রে ভারত যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় রাখিয়াছে।বর্তমান ও অতীত ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হইয়াছে ভারতবর্ষ। সেই ঐতিহ্য ধরিয়া রাখিয়া আগামী দিনে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে অগ্রগতির পথে অগ্রসর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়া অবশ্যই জরুরি।শুধুমাত্র বিদেশি শক্তির হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র গোলাবারুদ ও পরমাণু গবেষণার জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করিলেই চলিবে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অগ্রসর করিতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিতে হইবে। সেইসঙ্গে পরমাণু বিজ্ঞানেও অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে ভারতকে। অন্য কেউ যতক্ষণ না আক্রমণ করিতেছে ততক্ষণ সামনে থেকে আক্রমণ করিবে না ভারত। কিন্তু পরমাণু বিজ্ঞানী তাহার অগ্রগতি বন্ধ হইবে না। এমনটাই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ভারতের মিসাইল ম্যান এপিজে আবদুল কালাম। তাহার নেতৃত্বেই ১৯৯৮ সালে রাজস্থানের পোখরানে মরুভূমির মধ্যে হাইড্রোজেন বোমার সফল বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিল ভারত। ছিল বড় বড় দেশগুলির চোখ রাঙানি, কিন্তু সেদিন তাহার সমস্ত তাই উপেক্ষা করে এগিয়ে আসিয়াছিলেন পরমাণু বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালাম। তাহার যথাযোগ্য সঙ্গ দিয়াছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও। ভারতীয় সেনা, ডিআরডিও এবং ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে সেদিন তৎপরতার সঙ্গে এই অসামান্য বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে সফলতা দিতে সমর্থ হইয়াছিল ভারত।আজ সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অসামান্য কর্মকুশলতাকে সম্মান জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরপর দুটি টুইট করিয়া ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অদম্য ইচ্ছা, জেদ এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে সম্মান জানান তিনি।একদিকে যেমন নিজের প্রথম টুইটে পোখরানের ঘটনাকে স্মরণ করিয়া তিনি লিখেন, " দেশের সেই সমস্ত বিজ্ঞানীদের কঠিন পরিশ্রম ও ধৈর্যকে স্যালুট জানাই যাহারা সত্যিই প্রযুক্তির প্রতি সত্যিকারের উৎসাহী। আজ আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরন করি ১৯৯৮ সালের সেই পোখরান পরীক্ষার কথা যাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল ভারতীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কি করিতে পারে।"

সাথে সাথেই আরেকটি টুইটে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে বিজ্ঞানীদের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করেন তিনি। তিনি লেখেন, "যে কোনও চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে আমাদের বিজ্ঞানী ও এবং আবিষ্কারকরা সর্বদা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়াছেন এবং সেই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য কাজ করিয়াছেন। গত এক বছরে, তাহারা কোভিড -১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কঠোরভাবে কাজ করিয়াছেন। আমি তাহাদের অসাধারণ উদ্যোমের প্রশংসা করি।"

কোভিডের বিরুদ্ধে এখনো লড়াই করিয়া চলিয়াছে ভারত। কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন গবেষণা জানাইয়াছে ভারতীয় ভ্যাকসিন প্রায় ৮০ু করোনার মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবকে প্রশমিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেখানেও রহিয়াছে বিজ্ঞানীদের অসামান্য উদ্যম এবং কঠিন পরিশ্রম। তাহাদের প্রচেষ্টাতেই ভারত বর্ষ উন্নয়নের শিখরে পৌছিয়াছে। আগামী দিনগুলি আরো সুখের হোক সেটাই সকলের প্রত্যাশা।

রাজ্যে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি চলবে আগামী দু-তিনদিন

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.) : কেরলে এখনও প্রবেশ করেনি বর্ষা। কিন্তু একাধিক রাজ্যে শুরু হয়েছে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতে এখনও প্রবেশ করেনি মৌসুমি বায়ুর দক্ষিণ-পশ্চিম শাখা। বঙ্গোপসাগরে হাজির হয়েছে সেটি। তাই ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে ক্রমশ শক্তিশালি হচ্ছে সেটি। আর সেই কারণেই সাগর থেকে দক্ষিণি বাতাস ও দক্ষিণ পশ্চিম বাতাসে ভর করে জলীয়বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। এর ফলে গত দু”দিন ধরেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রাক বর্ষার বৃষ্টি হচ্ছে একাধিক রাজ্যে। আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যে কারণ বিহার সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে অবস্থান করছে ঘূর্ণাবর্ত। সেই সঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। উত্তরবঙ্গেও আজ সারাদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে ও কোথাও কোথাও হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। যদিও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কাটবে না কারণ বাতাসে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাস্প রয়েছে, এদিন এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।আলিপুর হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দু-তিনদিন এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় চলবে বজ্রবিদ্যুত সহ বৃষ্টি। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে। উত্তরবঙ্গেও ভালোই বৃষ্টি হওয়ার কথা। তবে রাজ্যে বর্ষা ঢুকতে এখনও কিছুদিন সময় লাগবে বলে জানা গিয়েছে। আগামীকালই কেরলে প্রবেশ করবে মৌসুমি বায়ু, তার আগেই মূল ভূখণ্ডে শুরু হয়েছে বৃষ্টি।

রাজ্যে এল ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৯০ ডোজ কোভ্যাকসিন

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.) : বুধবার ভোরে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৯০ ডোজ কোভ্যাকসিন। এই ভ্যাকসিন কিনেছে রাজ্য। আর কোভ্যাকসিন পৌঁছনোর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কেন্দ্রের তরফে পাঠানো হচ্ছে ৫ লক্ষ ২০ হাজার ৫৫ ডোজ কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন। বুধবার বিকেলে এই ভ্যাকসিন পৌঁছনোর কথা।

উল্লেখ্য, রাজ্যে কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা। ৪২ দিন পর সংক্রমণ নেমে এল ১০ হাজারের নীচে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৯ হাজার ৪২৪ জন। কমেছে সংক্রমণের হারও। তবে চিন্তার বিষয় একটিই, যে হারে সংক্রমণ কমছে, সেই হারে কমছে না মৃত্যুর হার। সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবার বরং মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার মৃত্যু হয়েছে ১৩৭ জন করোনা রোগীর। রাজ্যের দুই অন্যতম সংক্রমিত জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ধীরে ধীরে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে করোনার সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতায় ১ হাজার ৩২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে আবেদন রতুয়ার ১৮ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের

রতুয়া, ২ জুন (হি. স.) : তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে চিঠি লিখে আবেদন জানিয়েছে মালদার রতুয়ার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ১৮ জন তৃণমূল সদস্য। ইতিমধ্যেই মালদার রতুয়ার ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ১৮ জন সদস্য তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মৌসম বেনজির নুরের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দীপেন্দু বিশ্বাস, সোনালি গুহ, সরলা মুর্মু, বাচ্চু হাসদার মতো প্রাক্তন বিধায়ক-মন্ত্রীরা ইতিমধ্যেই চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়ে তৃণমূলে ফিরতে আবদার করেছেন। এছাড়াও সেই তালিকায় রয়েছে বহু পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতি মেম্বাররা। এবার মালদার রতুয়াতে ১৮ জন তৃণমূল সদস্য। তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে আবেদন করেছে। যদিও এই আর্জির বিষয়ে মালদা জেলার তৃণমূলের সভানেত্রী মৌসম বেনজির নুর জানিয়েছেন, ” দলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।” প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির জেলা সভাপতি গোবিন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন, ”জোর করে কাউকে দলে আনা হয়নি। কেউ যেতে চাইলে আটকে রাখাও হবে না।” হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

এক ঠিকানায় দুই বঙ্গভূষণ

সোমাভ বিশ্বাস

ধরা যাক, আপনি লন্ডনে এসেছেন বেড়াতে। টেমসের তীরে হেঁটে, গ্লোব থিয়েটারে নাটক দেখে, বিগ বেন, বাকিংহাম প্রাসাদ দেখে, অক্সফোর্ড স্ট্রিটে কেনাকাটা করে আপনার হাতে কিছুটা সময় রয়েছে। তাহলে কি লন্ডনের বুকে বাংলার দুই প্রাণপুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানটি টুক করে দেখে আসতে চান?

অক্সফোর্ড স্ট্রিট থেকে আপনাকে পাড়ি দিতে হবে মাইল চারেক পথ। লাল দোতলা বাসে উঠে বসলেন। মিনিট চল্লিশ পর হঠাৎ দেখবেন চারপাশের দৃশ্য অনেকটা বদলে গিয়েছে। ধূসর হাইরাজের সারি পিছনে ফেলে চলে এসেছেন গাছপালার ছায়ায় ঢাকা পথে। বসে বেশ খানিকটা খাড়াই উঠতে শুর করেছে। চওড়া রাস্তা সরু হয়ে আসছে। রাস্তার পাশে চোখে পড়ছে সুদৃশ্য ঘরবাড়ি, শৌখিন দোকানপাট, কাফে। রাস্তাঘাটে লোকজন কিংবা গাড়ির ভিড় নেই।

উত্তর লন্ডনের ক্যামডেন বরোর অন্তর্গত এই এলাকার নাম হ্যাম্পস্ট্রেড। ছিমছাম খোলামেলা এই আরবান ভিলেজটিতে ব্যস্তসমস্ত লন্ডন যেন নিশ্চিন্ত আয়েশে গা এলিয়ে দিয়েছে। শিল্পী, শিক্ষাবিদ, সিনেমা-তারকা-এককথায ধনী, বড়লোকদের বসবাসের জায়গা হিসাবে এ অঞ্চলের খ্যাতি বহু বছরের। বাস থেকে নেমে হাই স্ট্রিট, পাথর-বাঁধানো সাইড স্ট্রিট বা অলিগলি ধরে মিনিট দশেক হাঁটলেই আপনি পৌঁছে যাবেন একটি ভিলার সামনে। একশো বছর আগে বাড়িটির ঠিকানা ছিল 'দ্য হিথ', ২ হলফোর্ড রোড, হ্যাম্পস্টেড। এখন নামটা খানিক বদলে হয়েছে '৩ ভিলাজ অন দ্য হিথ', হ্যাম্পস্টেড।

ধবধবে সাদা রঙের তিনতলা ভিক্টোরিয়ান বাড়ি। রাস্তার লাগোয়া, দু'-ধাপ সিঁড়ি উঠে বাড়ির দরজা। সামনে যত্ন করে ছাঁটা পাতাবাহার গাছ। কোণের দিকের দরজার সামনে ঝুলন্ত বাহারি বাতি। ঘন নীল দরজাটির ওপরে দেয়ালে গোলাকৃতি, আকাশি রঙের ফলক। তাতে লেখা .... Rabindranath Tagore/ Indian Poet / Stayed here in 1912)

'ভিলাজ অন্য দ্য হিথ'-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পিছিয়ে যাওয়া যাক ১০৯ বছর। ১৯১২-র জুন মাস। গ্রীষ্মে কয়েক সপ্তাহের জন্য হ্যাম্পস্টেডের এই বাড়িটিই ভাড়া করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী।

স্ত্রী মৃণালীনী দেবীর মৃত্যুর পর এক দশক কেটে গিয়েছে। লেখালিখি, দেশের কাজ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের নানা কাজ, ছোটাছুটি---অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে কবির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে ১৯১২-র শুরুর দিকে। হায়াবদলের জন্য বিলেত যাওয়া ঠিক হল। সে বছরের ২৭ মে পুত্র, পুত্রবধূকে সঙ্গ করে জাহাজে চড়ে রবীন্দ্রনাথ পাড়ি দিলেন বিলেত। সঙ্গে নিলেন সদ্য

ইংরেজিতে অনুবাদ করা তাঁর কবিতার খাতা। জাহাজ-যাত্রার দিনগুলিতেও চলাল কবিতার অনুবাদ, পরিমার্জন। বাংলার বাইরে, দেশের বাইরে তাঁর লেকা পৌঁছনোর, বিলেতের বিদ্বজ্জনের প্রতিক্রিয়া জানানর তাগিদ অনুভব করছেন কিব।

জুন মাসের প্রথম দিকের এক সন্ধেয় লন্ডনে পৌঁছে একটি হোটেলে উঠল ঠাকুর পরিবার। এই আরবান ভিলেজটিতে ব্যস্তসমস্ত লন্ডন যেন কবির পূর্ব পরিচিত ইংরেজ চিত্রশিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইন এলেন কবিকে বিলেতে বরণ করে নিতে। তাঁর হাতে কবি তুলে দিলেন তাঁর সদ্য অনুদিত কবিতার পাণ্ডুলিপি।

লন্ডনের হোটেলের বন্ধ ঘরে কবি দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন। খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হচ্ছিল। রোদেনস্টাইনের সাহায্যে তাই হোটেল ছেড়ে কবি ভাড়া নিলেন হ্যাম্পস্টেডের বাড়িটি। রোদেনস্টাইনের বাড়িও সেই বাড়ির খুব কাছে। কাজেই ঘন ঘন যাতায়াত, সাহিত্য আলোচনা, কবিতার অনুবাদ, কবিতা-পাঠের আসর জমে উঠল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁর কবিতা শুনতে, রোগেনস্টাইনের বাড়িতে আসতে লাগলেন প্রচুর অতিথি। তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই সময়ে লন্ডনের সমাজ ও সাহিত্য, সংস্কৃতি জগতের নামকরা ব্যক্তি। ডব্লিউ, বি ইয়েটস, এইট ডি ওয়েলস, এজরা পাউন্ড, সি এফ অ্যান্ড্রুজ, হেনরি নেভিন্সন, মে সিনক্লেয়ার প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠের আসরে জড়ো হলেন। রোদেনস্টাইনের বাড়িতে ইয়েটস এক সন্ধ্যায় 'গীতাঞ্জলি' থেকে কবির অনুবাদ করা একের পর এক কবিতা পড়ে শোনালেন। সেদিন আসর ভাঙার পর, শ্রোতাদের কেউ কোনও কথা না বলে চলে গেলেন।

পরদিন কবি পেতে লাগলেন একের পর এক চিঠি। সকলে মুগ্ধ, বিস্মিত, অভিভূত। অ্যান্ড্রুজের মনে রবির কবিতা কীভাবে দোলা দিয়েছিলসে কথা তিনি লিখেছেন.... 'আমি হ্যাম্পস্টেড হিথের ধার ঘেঁষে হাঁটছি। একাকী নীরবে আমি এই কাব্যের মহিমার কথা চিন্তা করব এই আমার মনের বাসনা... হিথ অতিক্রম করে চলতে শুরু করলাম। নির্মেঘ আকাশ, আকাশের গায়ে ঈষৎ রক্তরাগ--- ভারতের অস্তরবির ছোঁয়া যেন লেগেছে লন্ডনের আকাশে। একা চলতে চলতে আমি ভাবতে লাগলাম, কী আশ্চর্য এই কবিতা।'

লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ পেল, ভূমিকা লিখলেন ইয়েটস স্বয়ং। বাকিটা ইতিহাস।

রবীন্দ্রকাব্য মদিরায় অ্যান্ড্রুজের যেমন নেশা ধরেছিল, তেমনই সেই আশ্চর্য কবিতা সংকলন জয় করল বিশ্ববাসীর হৃদয়। কবির সেবারের বিলেত সফরের কথা লিখেছেন রবীন্দ্রাথ, তাঁর বই 'পিতৃস্মৃতি'-তে। সেবার এক বছরেরও বেশি সময় একটানা বিলেতে ছিলেন তাঁরা। বইয়ে হিথ -এর উল্লেখ পাওয়া গেলেও, তাঁদের হাম্পস্টেডের বাড়ি ছ' সপ্তাহের বসবাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সে সময়ে রথীন্দ্রনাথ দিনলিপি লেখেননি বলেই হয়তো পরবর্তীতে হ্যাম্পস্টেডের কথা অনুল্লিখিত থেকে যায়।

তবে হ্যাম্পস্টেডে 'দ্য হিথ'-এ ২৩ ও ৩০ জুন, ১৯১২-য় রবীন্দ্রনাথ দু'টি কবিতার পাণ্ডুলিপিতে লেখা স্থান ও রচনাকাল থেকে হ্যাম্পস্টেডর বাড়িটিতে অবস্থানকালেই ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া' ও 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি'। এই দু'টি রচনাই স্থান পেয়েছে তাঁর 'গীতিমাল্য' কাব্যগ্রন্থে।

হ্যাম্পস্টেড হিথে কবিগুরুর বসবাসের ৩৮ বছর পর লন্ডনের এই অচ্চলেই থাকতে আসেন বাংলায় ঠাকুর পরিবারের পরই যে পরিবার সবচেয়ে খ্যাতনামা—সেই রায় পরিবারের এক নববিবাহিত দম্পতি, সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায়। সত্যজিৎ যে। বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করতেন তখন, সেই ডি জে কিমার থেকে লন্ডনে প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে।

রথীন্দ্রনাথের ভুল বিজয়া করেননি, তিনি যেন পূর্বাভাস পেয়েছিলেন যে, জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর স্বামী। সেই সময়ের প্রায় প্রতিটি দিনই সযন্তে ডায়েরির পাতায় ধরে রেখেছেন সত্যজিৎ জায়া। বিজয়ার লেখা থেকে জানা যায়, ৮ মে ১৯৫০-এর এক সন্ধ্যাবেলায় তিনি ও সত্যজিৎ এসে ওঠেন লন্ডনের হ্যাম্পাস্টেড হিথে তাঁদের এক পুরনো বন্ধু, নর্মান ক্লোয়ারে পৈতৃক বাড়িতে। তিনতলা সেই বাড়িটিতে দু'খানা ঘর নিয়ে প্রায় পাঁচমাস ছিলেন সত্যজিৎ-বিজয়া। নর্মানের মা মিসেস ক্লেয়ারের তত্ত্বাবধানে।

যে সন্ধ্যায় সত্যজিৎ ও বিজয়া রায় লন্ডনে হ্যাম্পাস্টেডের বাড়িতে এসে উঠলেন, তার পরদিনই দুপুরে তাঁরা ডি সিকা-র 'বাইসাইকেল থিফ' সিলেমাটি দেখেছিলেন। তারপর থেকে একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন সত্যজিৎ। হ্যাম্পস্টেডের বাড়িতে ফিরেও সে রাতে তিনি ছটফট করছিলেন। বিজয়া লিখেছেন---'বাড়ি ফিরে এসে উনি যেন কিছুতেই ছবিটার কথা ভুলতে পারছিলেন না। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছিল ...' ছবি তৈরির ব্যাপারে একটা নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল তাঁর কাছে। এতদিনের অধরা স্বপ্ন যেন বাস্তবায়িত হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছিল সেদিন, সেই প্রথম। 'আমাদের কথা'- য় বিজয়া লিখেছেন, 'সেই দিন। থেকেই মানিকের ছবি করার বাসনা মনে জেগে উঠেছিল, সে বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই।' লন্ডনে থাকাকালীন ১০০ টি সিনেমা দেখেন সত্যজিৎ। দেশে ফেরার সময় জাহাজে বসেই 'পথের পাঁচালী' পড়েন, ইলাস্ট্রেশন করেন, হাত দেন স্ক্রিপ্ট তৈরির কাজে। তারপরের কথা আমাদের জানা।

ফিরে যাই হ্যাম্পস্টেডের কথায়। 'দ্য হিথ' নামের যে বাড়িটিতে রবীন্দ্রনাথ ছ'সপ্তাহ ছিলেন, সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটলেই বিশাল হিথ। হ্যাম্পস্টেড। হিথ হচ্ছে গুল্মাবৃত বিস্তীর্ণ সমতল জমি। সেখানে বড় বড় ওক, ম্যাপেল গাছ, ঘাসজমি, জলাশয়, বুনো ঝোপের মধ্যে উঁকি দেয় রংবেরঙের ফুল। লন্ডনের অন্য অঞ্চল। থেকে হ্যাম্পাস্টেড অনেকটা উঁচুতে অবস্থিত। এখান থেকে তাই পুরো শহরের চমৎকার দৃষ্য দেখা যায়। সকালের রোদ-মাখা লন্ডন কিংবা গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় লন্ডনের আকশপটে সূর্যাস্ত অথবা রাতে বিন্দু-বিন্দু আলোর মালায় সেজে ওঠা রাজধানীর রূপ কি কবিকে মুগ্ধ করেছিল? হিথ ছাড়িয়ে পূর্ব দিকে দু'মাইল পথ অতিক্রম করলে পৌঁছনো যায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক কার্লমার্কসের সমাধিতে, আর অন্যদিকে আর-একটি রাস্তা ধরে মাইল দেড়েক হাঁটলে পাওয়া যায় রক্তপায়ী মৃত্যুহীন 'ড্রাকুলা'-স্রষ্টা কালজয়ী সাহিত্যিক ব্রাম স্টোকারের সমাধি। রবীন্দ্রনাথে কি এই দু'টি পথ আকর্ষণ করেছিল? ইস্ট হিথ রোড ধরে খানিকটা এগলেই কাব্যজগতের আরেক তীর্থস্থান। আঠারো শতকে হ্যাম্পস্টেড হিথেই একটি বাড়িতে থাকতেন কবি জন কিটস। 'গাতাঞ্জলি'-র রচয়িতা কি হাঁটাতে হাঁটতে কখনও পৌঁছে গিয়েছিলেন 'ওড টু নাইটিংগেল' রচয়িতার স্মৃতি-বিজড়িত আবাসাটির দরজায়? সত্যজিৎ-বিজা কি জানতেন যে তাঁদেরই মতো একসময় রবীন্দ্রনাথের বসবাসের কথা উল্লেখ করে ফলকটি তো সে সময়ে ছিল না, সেটা লন্ডন সিটি কাউন্সিলের তরফ থেকে বসানো হয়েছে ১৯৬১-তে।

হ্যাম্পস্টড? হিথের অনন্য সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছিলেন বিজয় রায়—'হ্যাম্পসেট জায়গাটা এত সন্দুর তার পাশে হিথটা থাকবার দরুন সৌন্দর্য যেন দ্বিগুণ বেড়েছে..... আমাদের ভাগ্য ভাল যে, এত সুন্দর জায়গায় থাকবার সৌভাগ্য হযেছে। তিনি লিখেছেন তাঁদের বাড়িটি ছিল একেবারে হ্যাম্পস্টেড হিথের উপরে। হিথে মেলা বসলে ঘুরে দেখেছেন, গৃহকর্ত্রীর সারমেয়টিকে নিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন, ঘাসের উপর পাশাপাশি বসে ছবি তুলেছেন বিজয়া-সত্যজিৎ। তবে হ্যাম্পস্টেডে ঠিক কোন বাড়িটা তাঁরা ছিলেন, সেই ঠিকানা উল্লেখ করেননি। লন্ডন প্রশাসন বা হেরিটেজ ট্রাস্ট থেকেও এই অঞ্চলে বিশ্ববরণ্যে চলচ্চিত্রকারের স্মৃতিতে কোনও ফলক বসানো হয়নি। কাজেই ফেলুদা স্রষ্টার হোমস-ভূমিতে হ্যাম্পস্টেড-বাস ঘিরে রহস্যের ঘনঘটা রয়েইছে।

তবে রহস্য যতই থাক, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে হ্যাম্পস্টেডে রোদেনস্টাইনের সান্নিধ্যে কাটানো সময়ই রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি এবং পরবর্তী জীবন, কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তৈরি করে দেয়। প্রায় চার দশক পরই এই হ্যাম্পস্টেডে থাকতেই সিনেমা নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেন বিজ্ঞাপন সংস্থায় কর্মরত সত্যজিৎ রায়, পরবর্তীতে যা তাঁর জীবনের, সৃষ্টিকর্মের মোড় গুরিয়ে দিয়ে তৈরি করে ইতিহাস।

আসলে, ইতিহাস তার ছন্দ নিজেই রচনা করে নেয়। উত্তর লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড, এখানকার বিস্তীর্ণ হিথ যেন বিশ্বনাগরিকের হিতার্থে এক সময়ে সাদরে বরণ করেছিল দু'জন ভারতীয়কে। এখানে থেকেই শুরু হয়েছিল বিশ্ববরেণ্য দুই শিল্পীর জয়যাত্রা। এখান থেকেই সূচনা হয়েছিল বাঙালির বিশ্বজয়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ও প্রাণঘাতী কালাজ্বর

ড. বিমলকুমার শীট

কালাজ্বর ছিল আমাদেরদেশে এক অভিশাপ। বাংলা, বিহার, অসাম, মাদ্রাজে বহু লোক এই রোগে বুগে মারা যেত। ১৮৬৯ সালে আসামের স্যানিটারি রিপোর্ট লেখা হল গারো পর্বতমালার এর একটা গোটা পাহাড় জনশূন্য হয়ে যেত এই জ্বরে। ১৮৭৬ সালে বর্দমানের জনসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৭৫০-৫০০ তে নেমে গিয়েছিল এই জ্বরেই। যে কারনে ইন্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে বর্ধমানকে যরে বাড়ি বলে বর্ণনা করল। ১৮৬২ সালে হুগলিতে পাণ্ডুয়া গ্রামেই মহামারীর প্রথম প্রকোপে ছয় মাসে বারশো মানুষ মারা গেল। আসামে এর প্রকোপ শুরু হল ১৮৮১ সালে। এক এক বছর দশ লক্ষের ওপর মানুষ মরতে লাগল। রোগের লক্ষণ ছিল রোগীর পিলে বড়ো হয়ে পেট ফুলে উঠছে, হাত পা কাঠি, মুখে ঘা, আমাশা, সামান্য ক্ষত থেকেও অত্যধিক রক্তপাত, এমনকি নাক, মুখ, মলদ্বার দিয়েও রক্তক্ষরণ হতে থাকত। সাহেবদের কাছে এই রোগ কখনও বর্ধমান ফিবার, কখনও দমদম ফিবার, আসাম ফিবার, ব্ল্যাক ফিবার নামে পরিচিত। পরিশেষে এই রোগটিই আমাদেরকাছে 'কালাজ্বর' নামে পরিচিতি। বিজ্ঞীনী উপন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন।

সে সময় চিকিৎসক মহলে কালাজ্বরে বিঘয়ে অনেকটা ধন্দ ছিল। ম্যানসন প্রথমে এক ধরনের অ্যান্টিমতি ব্যবহারে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন, ডি ক্রিস্টিনা ও ক্যারনিয়া ১৯১৫ সালে কালাজ্বরের চিকিৎসায় টারটার এমেটিক ব্যবহার করেন। ভারতে রজার্স ১৯১৫সালে সম্ভবত প্রথম টারটার এমেটিক ব্যবহার করেন। যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে এই ওষুধটিও ততটা কার্যকর ছিল না, রোগটা সারাতে অনেক সময় লাগত, অনেক বেশি ইঞ্জেকশন দিতে হত, নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিত। এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করলেন অনেক সময় রোগটা সারত না।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বর নিরাময়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৮৭৩ সালে মুঙ্গের জেলার জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। চুঁচুড়ায় হুগলী মহসিন কলেজ থেকে রসায়ণ ও গণিতে অনার্স নিয়ে এবি পাশ করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ণ নিয়ে এমএ পড়তে শুরু করেন। বাবার ইচ্ছায় ভর্তি হন মেডিকেল কলেজে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর রসায়ণের শিক্ষক ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আলোকজান্ডার পেডলার। মেডিকেল কলেজে মেডিসিন ও সার্জিরি এই দুই বিভাগে প্রথম হয়ে গুডিভ এবং মেকলিওড পদক পান। ১৯০০ সালে এমবি পাশ করার দু'বছর পর এমডি এবং ফিজিওলজিতে গবেষণার জন্য ১৯০৪ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে । কর্মজীবন শুরু করেন বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসে। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ১৯০৫ সালে তারপর কলকাতায় ফিরে মেডিকেল স্কুলে ফার্স্ট ফিডিশিয়ান হিসাবে যোগ দিলেন। এখানে তিনি ১৮ বছর অতিবাহিত করেন। ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার এবং সাধারণ ভাবে রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণাও করেন উপেন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর সময়ে নেতৃস্থানীয় চিকিৎসক ছিলেন।

পরাধীন দেশে নেটিভদের গবেষণা কাজটি এত সহজ ছিল না উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ক্যাম্পবেলের এক ছোট ঘরে লণ্ঠনের আলোয় সদ্য এমএসসি পাশ তিনি ছাত্র ও সদ্য পাশ করা দু'জন ডাক্তারকে নিয়ে কালাজ্বরের গবেষণা করা শুরু করেন। সাত বছর ধরে গবেষণায় তিনি তাঁর কাজের সাফল্য পান। কয়েকশো যৌথ তৈরি করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন ইঁদুরের উপর ও কিছু ক্ষেত্রে মানুষের উপরেও। উপেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল অ্যান্টিমনিই কালাজ্বরের ওষুধ। কিন্তু ধাতব অ্যান্টিমনি চূর্ণ ব্যবহার করাই ছিল অসুবিধা জনক।

অন্যদিক নানা অজৈব লবণের দ্রবণ প্রয়োগ সাধারণ অ্যান্টিমনি থেকে কোনও ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই তিনি জৈব যৌগ প্রয়োগে মন দিলেন। এর মাঝে অনেক চেষ্টা করে ১৯১৯ সালে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড অ্যাসোসিয়েশন থেকে তিনি আর্থিখ সাহায্য আদায় করেন। আবিষ্কার করলেন যে ইউরিয়া সিবানিলিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে এবং যে যৌগ তৈরি করছে, তার গুন অসাধারণ, কালাজ্বরের চিকিৎসায় ফলপ্রসূ যা তিনি আগেও আশা করতে পারেননি। ইউরিয়া স্টিবাসিন, ইউরিয়া ও স্টিবামিনের একটি যৌগ তৈরি হল পি অ্যামাইনো ফিনাইল স্টিবিনিক অ্যাসিডের সঙ্গে ইউরিয়ার মিলনে। এত অ্যান্টিমনি আছে ৩৫ শতাংশ।

কিন্তু নেটিভদের আবিশকার করা ওষুধ সাহেব চিকিৎসকের ব্যবহারে রাজি নন। শেষ পর্যন্ত অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তাদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে রাজি করানো গেল। তবে ট্রায়াল রিপোর্টটি হল একপেশে। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন রোগমুক্ত, একজনের ক্ষেত্রে ফল আশানুরূপ নয়, আর একজনের মৃত্যু হয়েছে বলা হয়। বলা হল না মৃত্যুর কারণ ওষুধের বিষক্রিয়া বা কালাজ্বরের জন্য নয়। তখন সুকুমার রায় একজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়। তিনি কালাজ্বরের শেষ প্রহর গুনছেন। তার ওফর প্রয়োগ করা হল না। কবি লিখলেন 'আদিম কালের চাঁদিম হিম ঘনিয়ে এল গুরে ঘোর গানের পালা সঙ্গে মোর'। তিনি মারা গেলেন গরপার রোডের বাড়িতে। তার উপর উপেন্দ্রনাথের আবিষ্কার করা ওষুধু প্রয়োদ করা হল না। তিনি প্রমাণ করলেন যে ভারতবাসী ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা দ্বারাই প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করতে পারে। প্রতিকূল অবস্থায সীমিত আর্থিক সহায়তা এবং প্রযুক্তি বিদার সহায়তায় তিনি যে ভাবে এই দুঃসাধ্য সাধন করলেন তা সমগ্র জাতির কাছে বিষময়ের বিষয়। ১৯২৩ সাল থেকে আসামে পরীক্ষামূলক ভাবে ইউরিয়া স্টিবামিনের ব্যবহার শুরু হল। এই ওযুধের সুবিধা হল ১-২ সপ্তাহে মধ্যে রোগীর অবস্থার দ্রুত উন্নতি এবং তৎক্ষণিকসুস্থ হয়েযাওয়ারহার ৯০-৫০ শতাংশ। ওযুধের কোন বিক্রয়া বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তেমন কিছু নেই। ১৯২৪ পাস্তুর ইনর্স্টিটিউটের অধিকর্তা এইচ ই শর্ট তাঁর ফাইনাল রিপোর্ট অব ইউরিয়া স্টিবামিন ইন কালাজ্বর এ স্পষ্ট করে বললেন, 'ভারতে কালাজ্বরের চিকিৎসায় বর্থমানে যত ওষুধ প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে ইউরিয়া স্টিবামিন সব চেয়ে কার্যকরী বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলে মনে করি। আমাদের এই সিদ্ধান্ত কেবল সেই 'কেসগুলির' ভিত্তিতে নয় যেগুলির কথা আমরা বিশদবাবে প্রকাশ করছি। সেগুলি ছাড়াও যে প্রচুর ভারতীয় ও ইউরোপীয় রোগীরা আমাদের নির্দেশের অধীনে ইউরিয়া স্টিবামিনের প্রয়োগ আরোগ্য লাভ করেছে, তার ভিত্তিতে একথা বলছি। কালাজ্বর কমিশনের ডিরেক্টর এস আর ক্রিস্টোফারসও তার অভিজ্ঞতা থেকে এক বাক্যে সমর্থন জানালেন উপেন্দ্রনাথের আবিষ্কারকে। বাংলা, আসামের বাইরে বিহার, ওড়িশা, তরাই অঞ্চল, সিমলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি কালাজ্বার প্রবন এলাকায় ইউরিয়া স্টিবামিনের ব্যবহার শুরু হল। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের শেষ দিকে ইউরিয়া স্টিবামিন ছিল এদেশে কালাজ্বারের অবিসংবাদিত ওষুধ। তিরিশের দশকে ইউরিয়া স্টিবামিন ছড়াল ভারতের বাইরে-গ্রিস, ইজিন্ট, ইতালি, চিন, ফ্রান্স ও আফিকার বিভিড়ন দেশে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইউরিয়া স্টিবামিনের উৎকর্য প্রমাণিত হল। কালাজ্বরের উপর গবেষণার জন্য ১৯২৪ সালে উপেন্দ্রনাথ কাইজার ই-হিন্দ স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মচারী রিসার্ট ইনর্স্টিটিউট স্থাপন করে দেশী ওষুধ প্রস্তুতের চেষ্টায় কৃতকার্য হন। এরপর তিনি তাঁর আবিষ্কারকে পেটেন্ট করিয়ে নেন।

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন, আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন গবেষক। তিনি ছিলেন ভারত তথা বিশ্ব মানচিত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পথ প্রদর্শক এবং 'কেমিওথেরাপিউটিক' গবেষক হিসাবে তার প্রতিভার বিশিষ্টতা। বিলেতের রয়াল সোসাইটি অফ মেডিসিনের সভ্য ও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জণিত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইন্দোর অনুষ্ঠিত ২৩ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি তিনি নির্বাচিত হন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'সাম্প্রতিক ভেষজ বিজ্ঞানের উন্নয়নের বিজ্ঞানের ভূমিকা'। খুবই উন্নতমানের পরিবেষনা, বিজ্ঞানীর জ্ঞানবত্তার উজ্জ্বল প্রতিফলন। প্রায় দেড় শতার্ধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। তাঁর আবিষ্কার কালাজ্বরের ওষুধটির এমনি গুনগত মানছিল যে ওষুধটি আবিষ্কারের অল্পকালের মধ্যে এর উপর প্রশংসাসূচক ১৫টি গবেষণাপুর প্রকাশিত হয়েছিল দেশি ও বিদেশি বিজ্ঞান প্রত্রিকায়। ১৯৪৬ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর প্রয়ান ঘটে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাংলাদেশের অর্জনে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা :কামরুল ইসলাম বাবু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০২।। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের একনিষ্ঠ কর্মী বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার আদর্শের সৈনিক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক কামরুল ইসলাম বাবু বলেছেন, বাংলাদেশের অর্জনে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা। তিনি বলেন,উন্নয়ন, নাগরিক সেবা ও রাজস্ব আদায় এই তিনটি নীতির ওপর ভর করে আমি বদলে দিতে চাই নারায়ণগঞ্জকে। এ জন্য তিনি নারায়ণগঞ্জবাসীর দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন।
বুধবার ২ জুন সকালে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে নগরবাসীকে কামরুল ইসলাম বাবু তার ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন,সমাজের টিকে থাকা বাঙালি মুখগুলোর দিকে তাকালেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মায়াবী মুখের পুরুষালী ব্যক্তিসত্তা ধরা দেয়। তখন নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। মনে হয়, ওই লোকটির স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দীপ্ত উচ্চারণে থেকে কার্যকরী উদ্যোগে পূর্বসূরিরা, আমাদের প্রজন্ম, আজকের প্রজন্ম ভাবতে পেরেছে কিনা ? প্রকৃতি বলছে, একজন অন্তত পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা পেরেছেন। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিক্রমা ঘিরে স্থিতিশীলতার প্রশ্ন অনেকে ছুঁড়তে চাইলেও দেশ এগিয়ে যাচ্ছে একজন বিশেষ মনুষ্য প্রাণের কৃপায়, তা বোধকরি প্রায় সকল রাজনৈতিক বলয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতির প্রতিনিধিরা স্বীকার করবেন।হ্যাঁ, আমরা এখন দেশের বাইরে তথা অন্যের মাটিতেও যেয়েও বলতে পারছি, আমাদের মায়ের নাম শেখ হাসিনা, আমাদের নেত্রীর নাম শেখ হাসিনা। গর্ব করে বলা যাচ্ছে যে, সাংস্কৃতিক মনবোধের জায়গায় পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশের অর্জনে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্রই কেবল বাংলার আকাশে প্রতিভাত। একজন, বঙ্গবন্ধু। অন্যজন, শেখ হাসিনা। এই দুইটি মানুষের জন্য তাই যখন তখন রাস্তায় নামা যায়, যখন তখন আকাশে ডানা মেলে উড়ে সুর ধরা যায়, তোমরা যতই আমাকে মৌসুমি পাখী বল না কেন, আজ থেকে এই ডানা দ্বয় ক্লান্ত হবে না, উড়বে, উড়তেই থাকবে নীল আকাশে। উল্লেখ্য,এই বছরের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হতে পারে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। কোভিড-১৯ এর কারণে দেশীয় রাজনীতিতে কিংবা নির্বাচনে জোয়ার না থাকলেও নারায়ণগঞ্জের রাজনীতিতে আলোচনা চলছে। শহরের নানা প্রান্তে সাটানো হয়েছে পোস্টার, ব্যানার ও ফ্যাস্টুন। ঈদ উল ফিতর থেকে একটু ব্যতিক্রমি আদলে এমন প্রচারণা চালাচ্ছেন নগরীর এই মুহূর্তের আলোচিত মুখ কামরুল ইসলাম বাবু। নিজেকে অতি সাধারণ পরিচয় দিয়ে তিনি যেভাবেই হোক টক অব দ্য সিটিতে পরিণত হয়েছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এর কোনো ধরনের পদ পদবীতে না থাকলেও তিনি দলটির সমর্থন প্রত্যাশা করেছেন।

স্বাভাবিক অক্সিজেনের মাত্রা, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.) : অনেকটাই উন্নতি হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থার। স্বাভাবিক রয়েছে অক্সিজেনের মাত্রা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বুধবারই তাঁকে ছুটি দেওয়া হবে। তবে সূত্রের খবর পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে ফিরছেন না তিনি। সিআইটি রোডের নার্সিংহোমে রাখা হবে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যকে। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানেই থাকবেন তিনি। জানা গিয়েছে, তাঁর বাড়িতে মেয়ে একা রয়েছেন। বুদ্ধবাবু ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই গুরুতর অসুস্থ। তাঁদের দেখভাল করাটা বাড়িতে সমস্যাজনক। এদিকে, উডল্যান্ডস হাসপাতালে খরচ অত্যাধিক বেশি। সেকথা মাথায় রেখেই দলেরই এক চিকিৎসকের নার্সিংহোমে থাকবেন তিনি। সঙ্গে থাকবেন স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যও। বর্তমানে বুদ্ধবাবু ইন্টারমিটেন্ট বাইপ্যাপ সাপোর্টে আছেন ।তবে সামান্য শ্বাসকষ্ট রয়েছে। শুকনো কাশির যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা আগের তুলনায় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। মঙ্গলবার মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তাঁর রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ ৯৬ শতাংশ।
কৃত্রিম অক্সিজেনের চাহিদা এখন অনেকটাই কমেছে। নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তাঁর রক্তচাপও। গত দু'তিন ধরেই তিনি স্বাভাবিকভাবে খাওয়াদাওয়া করেছেন। চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্মীদের সঙ্গে কথাও বলেছেন। তাঁর রেমডেসিভিরের কোর্স আগেই শেষ হয়েছে। তবে এখনও স্টেরয়েড দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। প্রসঙ্গত, গত ১৮ মে করোনা আক্রান্ত হন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শুরুতে বাড়িতেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। তবে, পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গত ২৫ মে দক্ষিণ কলকাতার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

শিশির অধিকারী ও সুনীল মণ্ডলের সাংসদ পদ খারিজের দাবি জানাল তৃণমূল কংগ্রেস

কলকাতা, ২ জুন(হি.স) : বিজেপিতে যোগ দেওয়া শিশির অধিকারী ও সুনীল মণ্ডলের সাংসদ পদ খারিজের দাবি জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, দুজনের সাংসদ পদ খারিজের জন্য লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে ।বিধানসভা নির্বাচনের মুখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন প্রবীন রাজনীতিবিদ শিশির অধিকারী ও সুনীল মণ্ডল। কিন্তু তাঁরা সাংসদ পদ ছাড়েননি। এবার তা নিয়েই আসরে নামল তৃণমূল। লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে দু'জনের সাংসদ পদ খারিজের দাবি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।
কুণাল ঘোষ এদিন বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে সাংসদ হয়ে অন্যদল করছেন শিশির অধিকারী ও সুনীল মণ্ডল। অবিলম্বে তাঁদের সাংসদ পদ খারিজ করা হোক। এ নিয়ে লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিলেন। আমরা মনে করি, ওঁদের লোকসভার সাংসদ হিসেবে থাকার বৈধতা নেই। জনগণকে ওঁরা পরিষেবা দিচ্ছেন না।'। এদিন স্বপন দাশগুপ্ত ইস্যুতে কুণাল বলেন, বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর তড়িঘড়ি স্বপন দাশগুপ্তকে ফের রাজ্যসভায় যদি ফেরানো যায়, তাহলে শিশির-সুনীলের সাংসদ পদ খারিজ করা হচ্ছে না ? আমাদের পিটিশনে কেন সাড়া দিচ্ছেন না অধ্যক্ষ ? অথচ করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও রাষ্ট্রপতির অফিসকে ব্যবহার করে স্বপন দাশগুপ্তকে ফের রাজ্যসভায় মনোনীত করা হয়েছে।'
গত ১৯ ডিসেম্বর মেদিনীপুরের অমিত শাহের সভায় বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ২১ মার্চ এগরায় শাহের সভাতেই বিজেপির মঞ্চে ছিলেন শিশির অধিকারী। পরিবারের ছোট ছেলে সৌমেন্দুও বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীকে এখনও বিজেপির পতাকা হাতে নিতে দেখা যায়নি।

পরীক্ষা বাতিল করা উচিত রাজ্য বোর্ডগুলিরও : অখিলেশ যাদব

লখনউ, ২ জুন (হি.স.): ছাত্র-ছাত্রীদের টিকাকরণ নিয়ে ফের সওয়াল করলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সভাপতি অখিলেশ যাদব। অখিলেশ দাবি জানালেন, 'টিকা ছাড়া পরীক্ষা নয়।' পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের বোর্ডের কাছে অখিলেশের আর্জি, 'পরীক্ষা বাতিল করা উচিত রাজ্য বোর্ডগুলির।' মঙ্গলবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, পড়ুয়াদের স্বার্থে, তাঁদের স্বাস্থ্যের কথা বিচার করে চলতি বছরে সিবিএসই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।
কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বুধবার হিন্দিতে টুইট করে অখিলেশ যাদব লিখেছেন, 'অবশেষে অসংবেদনশীল বিজেপি সরকারকে পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের চাপের কাছে মাথা নত করতে হল, সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিতে হল তাঁদের। এরই ভিত্তিতে অন্যান্য বোর্ড এবং রাজ্য বোর্ডগুলিরও পরীক্ষা বাতিল করা উচিত।' এরপর অখিলেশের সংযোজন, 'টিকা ছাড়া পরীক্ষা নয়।"

ব্যক্তিগত শত্রুতায় দিল্লিতে যুবককে কুপিয়ে খুন, ধৃত দুই অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): দক্ষিণ দিল্লির আম্বেদকর নগর এলাকায় কুপিয়ে খুন করা হল বছর ১৯-এর এক যুবককে। এই খুনের ঘটনায় দু''জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কী কারণে খুন তা জানা না গেলেও, প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই হয়তো খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। মৃত যুবকের নাম কুণাল (১৯)। পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে মদনগীর এলাকার ভুমিয়া চকে কুণালের সঙ্গে গৌরব নামে একজনের ঝামেলা হয়।
ঝামেলা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তারপর গৌরব ও তার বন্ধুরা কুণালকে কোপাতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় কুণালকে ম্যাক্স হাসপাতালে নিয়ে যায় তাঁর ভাই, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা কুণালকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) অতুল কুমার ঠাকুর জানিয়েছেন, 'আম্বেদকর নগর থানায় খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং দু''জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক মূল অভিযুক্ত গৌরব।'

পাকিস্তানে মৃত্যু বেড়ে ২০,৯৩০, নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ১,৮৪৩ জন

ইসলামাবাদ, ২ জুন (হি.স.): কোভিডের জন্য পাকিস্তানে আরও একটা খারাপ দিন, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৮৪৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮০ জনের। নতুন করে ১ হাজার ৮৪৩ জন আক্রান্ত হওয়ার পর, বুধবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৬৭ জন। পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৮০ জন করোনা রোগীর। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২০, ৯৩০ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৮ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৮৫ জন এবং সুস্থতার হার ৩.৯ শতাংশ। পাকিস্তানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৫,০৫২ জন।

গোন্ডায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভাঙল দু''টি বাড়ি, ৩টি শিশু-সহ মৃত্যু ৭ জনের

গোন্ডা (উত্তর প্রদেশ), ২ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গোন্ডা জেলায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে ভেঙে পড়ল সংলগ্ন দু''টি বাড়ি। দু''টি বাড়ি ভেঙে, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। এছাড়াও আরও ৭ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। মঙ্গলবার গভীর রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গোন্ডা জেলার ওয়াজিরগঞ্জ থানার অন্তর্গত টিকরি গ্রামে। পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার মিশ্র জানিয়েছেন, 'মঙ্গলবার গভীর রাতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে টিকরি গ্রামে ভেঙে পড়ে সংলগ্ন দু''টি বাড়ি। ১৪ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ৭ জনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।' পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন, গভীর রাতে টিকরি গ্রামের বাসিন্দা নূরুল্ল হাসানের বাড়িতে জোরালো শব্দে বিস্ফোরণ হয়। তীব্র বিস্ফোরণে বাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। মৃতদের মধ্যে দু''জন পুরুষ, দু''জন মহিলা এবং তিনটি শিশু রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের শব্দ শোনা মাত্রই ১১২ নম্বর ডায়াল করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে আসে। ১৪ জনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়, কিন্তু ৭ জন প্রাণে বাঁচানো যায়নি। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এলপিজি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে ভেঙে পড়ে ছাদ, তাতেই প্রাণহানি।

প্রবল জ্বরে অসুস্থ সিদ্ধারামাইয়া, চিকিৎসাধীন বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে

বেঙ্গালুরু, ২ জুন (হি.স.): প্রবল জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সিদ্ধারামাইয়া। কিছু দিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন সিদ্ধারামাইয়া, চিকিৎসকরা তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু জ্বর আরও বেড়ে যাওয়ার কারণে মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই বেঙ্গালুরুর মণিপাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সিদ্ধারামাইয়াকে।
বুধবার সকালে মণিপাল হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সিদ্ধারামাইয়া। তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন, রিপোর্ট পরে নেগেটিভ আসে। তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মেডিক্যাল টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে সর্বদা নজর রাখছে।' দলীয় সূত্রের খবর, সিদ্ধারামাইয়ার আগামী কয়েকদিনের সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।

এনএইচআরসি-র নয়া প্রধান অরুণ কুমার মিশ্র, গ্রহণ করলেন দায়িত্ব

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের (এনএইচআরসি) নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অরুণ কুমার মিশ্র। বুধবার এনএইচআরসি-র নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণ কুমার মিশ্র। এর আগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এইচ এল দাত্তু, ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকেই চেয়ারম্যান পদ খালি হয়ে পড়েছিল।
অবশেষে বুধবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অরুণ কুমার মিশ্র। একজন প্যানেল সদস্যও যোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালের ৭ জুলাই শীর্ষ আদালতে যোগ দেন অরুণ কুমার মিশ্র, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে অবসর নেন তিনি। অন্যদিকে, ২০১৫ সালের ২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি এনএইচআরসি-তে যোগ দেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এইচ এল দাত্তু।

মাদক মামলায় এনসিবি-র জালে হরিশ খান, সুশান্ত-মামলায় থাকতে পারে যোগ

মুম্বই, ২ জুন (হি.স.): গ্যাংস্টার এবং মাদক পাচারকারী পারভেজ খান ওরফে চিঙ্কু পাঠানের সঙ্গে যোগ সন্দেহে মাদক পাচারকারী হরিশ খানকে গ্রেফতার করল নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। আন্ডারওয়ার্ল ডন দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত গ্যাংস্টার ও মাদক পাচারকারী পারভেজ খান ওরফে চিঙ্কু পাঠান। অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু-তদন্তের সঙ্গে যুক্ত মাদক মামলায় হরিশ খানের কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না তাও তদন্ত করে দেখছে এনসিবি। জোনাল ডিরেক্টর সমীর ওয়াংখেড়ের নেতৃত্বে মুম্বইয়ের শহরতলি আন্ধেরি, লোখান্ডওয়ালা ও বান্দ্রার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানোর পর মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয় হরিশ খান। এনসিবি বুধবার জানিয়েছে, 'চিঙ্কু পাঠান মাদক মামলায় হরিশ খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত মাদক মামলায় তার ভূমিকাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

দুধনৈ এবং সামাগুড়িতে পুলিশের জালে পাঁচ ড্রাগস কারবারি

গুয়াহাটি, ২ জুন মে (হি.স.) : সমগ্র অসম ব্যাপী চলছে ড্রাগস বিরোধী অভিযান। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় ড্রাগস বিরোধী অভিযানে ব্যাপক সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ। বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি গতকাল রাতে গোয়ালপাড়া জেলার দুধনৈ শহরে এবং নগাঁও জেলার সমাগুড়িতে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বমাল গ্রেফতার করা হয়েছে মোট পাঁচ মাদক পাচারকারীকে। সেই সঙ্গে তাদের হেফাজত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোটা অঙ্কের টাকাও। দুধনৈ থানার ওসি মুকুট কাকতি জানান, তাঁর নেতৃত্বে গত রাতে ড্রাগস বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে দুধনৈ শহর থেকে দুই ড্রাগস কারবারি যথাক্রমে ধনজিৎ ব্রহ্ম এবং রাজু ভদ্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে ১৪.১৫ গ্রাম নেশাদ্রব্য, সিরিঞ্জ এবং নগদ ৭,৫০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরা দুজনেই ড্রাগস-আসক্ত বলেও জানান ওসি কাকতি। তাদের বিরুদ্ধে দুধনৈ থানায় ৬৩/২১ নম্বরে এনডিপিএস আইনের ২১ (বি) / ২৯ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে, জানান তিনি। এদিকে নগাঁও জেলার সামাগুড়ি থানার পুলিশও ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে। এদের সামাগুড়ি বাজারে হানা দিয়ে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের যথাক্রমে বাজিয়াগাঁওয়ের নুরুল আমিন (২৪), সামাগুড়িগ্রান্টের ৩০ বছরের জনৈক রায় পদবীর এবং সামাগুড়ি তিনিআলির মাসুম শইকিয়া (২৪)। তাদের হেফাজত থেকে ২.০৬ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অসমের দুটি কাগজকলকে নিলাম করে বিক্রির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি বিডিএফ-এর

শিলচর (অসম), ২ জুন (হি.স.) : গত ১ জুন সরকারি লিকিউডেটর কুলদীপ ভার্মা কাছাড় এবং নগাঁও কাগজকল সহ এইচপিসি-র সমস্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রির জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। সরকারের অপ্রত্যাশিত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবার সোচ্চার হয়েছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)।
বিডিএফ-এর অস্থায়ী কার্যালয়ে আহূত এক জরুরি সভায় এ ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে দলের আহ্বায়ক পার্থ দাস বলেন, সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে আমরা জানতাম যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল অ্যাপেল্যাট ট্রাইব্যুনাল, যা এনসিএলটির সিদ্ধান্তের আইনি বৈধতা যাচাই করা এবং সে অনুযায়ী নির্দেশ দেবার জন্য তাঁরা নিয়োজিত। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই কাগজকল পুনরায় চালু করা এবং কর্মচারীদের বকেয়া মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পর গত ১০ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকার থেকে এই দুই মিলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় চেয়ে এনসিএলটির কাছে আবেদন জানান। এমন-কি নির্বাচনী প্রচারে এসে খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাঁরা কাছাড় এবং নগাঁও কাগজকলকে পুনরুজ্জীবিত করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেবেন।
বিডিএফ আহ্বায়ক বলেন, এ-সবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী ছিলাম, নির্বাচনের পর কাগজকল সমস্যার অবশ্যই সমাধান হবে। কিন্তু মিলগুলো বিক্রির জন্য গতকালের এই বিজ্ঞপ্তি দেখে আমরা স্তম্ভিত। এই পদক্ষেপ নেওয়া হলে একদিকে যেমন কর্মচারীদের বকেয়া, ভাতা পাওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে তেমনি এই কাগজকলকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে যে ২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল তারও ইতি ঘটবে। তিনি বলেন, অসমের মতো একটি অনুন্নত রাজ্য, যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ এমনিতেই সীমিত, সেখানে এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কী করে রাজ্য সরকার মেনে নিতে পারে তা তাঁর মাথায় ঢুকছে না।
দলের আরেক আহ্বায়ক জওহর তারণ বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দুটো কাগজকল সহ এইচপিসির সমস্ত সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য বা রিজার্ভ প্রাইস ধার্য করা হয়েছে ১, ১৩৯ কোটি টাকা। তিনি বলেন, অথচ কিছু সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি বর্তমানে দুটো মিলের অধীনস্থ জমি রয়েছে ২,০০০ একর। এছাড়া যন্ত্রাংশ সহ দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে রয়েছে এইচপিসির অনেক সম্পত্তি। তারণ বলেন, কিছু বিশ্বস্ত সূত্র থেকে এই সবকিছুর বিক্রয়মূল্য ৫,০০০ কোটি টাকার কম হবে না বলে খবর পাওয়া গেছে। তাঁর প্রশ্ন, করোনাকালীন অভূতপূর্ব এই পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি করে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া কি এতই জরুরি ছিল? তিনি বলেন, যেহেতু এইচপিসির ওই সব সম্পত্তি সরকারি টাকায় কেনা, তাই এর বিক্রয়মূল্য কম হচ্ছে কিনা, তা জানবার একশো শতাংশ অধিকার জনগণের রয়েছে। তিনি তাই সরকারকে অবিলম্বে এ ব্যাপারে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার জন্য দাবি জানিয়েছেন।
বিডিএফ এর সদস্যরা এদিন একযোগে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করে অবিলম্বে আবার কী করে কাছাড় কাগজকলকে সচল করা যায় সে ব্যাপারে নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কর্মদক্ষতাকে প্রশংসা করে এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা প্রত্যাশা করছেন বলে মন্তব্য করেন তাঁরা। একই সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, সরকার যদি এর পরও এ ব্যাপারে একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যায় তবে বরাকের বাসিন্দাদের নিয়ে এই ইস্যুতে যথাসাধ্য আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট।

বঙাইগাঁওয়ে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে সাংবাদিক সহ গ্রেফতার দুই, বাজেয়াপ্ত ড্রাগস, সিরিঞ্জ

বঙাইগাঁও (অসম), ২ জুন (হি.স.) : রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় চলছে মাদক-বিরোধী অভিযান। এই অভিযানে ইতিমধ্যে ধুবড়ির সীমান্ত শাখার এক ডিএসপিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া একাংশ পুলিশকর্মীও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে এতদিন ধারণা করা হচ্ছিল। কিন্তু এবার এই একই অভিযোগে এক সাংবাদিককে আজ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বঙাইগাঁও পুলিশ টুইট করে এই খবর দিয়ে জানিয়েছে, নিষিদ্ধ ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বঙাইগাঁও পুলিশ রাখালডুবি থেকে ওয়েব পোর্টালের এক সাংবাদিক সহ তার এক সাঁকরেদকে আটক করেছে। আটকা সাংবাদিককে এনই লাইভ টুডে নামের ওয়েব পোর্টালের নিতু বণিক্য বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। নিতু বঙাইগাঁও জেলার অভয়াপুরি বিধানসভা এলাকার ওয়ার্কশপের বাসিন্দা। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ 'প্রেস' লেখা একটি এএস ০১ বিএম ৩৮৪২ নম্বরের ইন্ডিগো কার, ড্রাগস ভরতি এবং খালি কয়েকটি কন্টেইনার, সিরিঞ্জ, মোবাইল হ্যান্ডসেট, প্রেসকার্ড ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করেছে। নিতু বণিক্যের সঙ্গে অমৃত রায় নামে তার এক সহযোগীকেও আটক করেছে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, মূলত স্থানীয় জনতা এদের পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি জানান, জনৈক মহিলার মোবাইল চুরি এবং নয়াগাঁওয়ের এক বাসিন্দার গাড়ি বিক্রির নামে প্রবঞ্চনা করার অভিযোগে কিছুদিন আগে অভয়াপুরি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল।

ইয়াস দুর্গত পাথরপ্রতিমা ঘুরে দেখলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

পাথরপ্রতিমা, ২ জুন (হি. স.) : দক্ষিন ২৪ পরগনার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লক ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বুধবার সেই পাথরপ্রতিমার বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে দেখলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ হেলিকাপ্টারে তিনি এসে পৌঁছন পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিন মাহেন্দ্রপুর শিবপ্রসাদ ভাগবৎচন্দ্র হাইস্কুলে। সেখান থেকে গাড়িতে চেপে ধ্রুব বাজারের ফ্লাড সেন্টার পরদর্শন করেন। কথা বলেন দুর্গত মানুষদের সঙ্গে। সেখান থেকে বেশ কিছু মানুষকে ত্রান সামগ্রী বিলিও করেন অভিষেক। দুর্গত মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এরপর লঞ্চে চেপে পাথরপ্রতিমার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।
এদিন অভিষেকের সাথে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি সামিমা সেখ, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমির জানা, জেলার যুব তৃণমূলের সভাপতি সওকত মোল্লা সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুর্গত স্থান লঞ্চে করে পরিদর্শন করেন অভিষেক। এই বিধানসভার ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৩ টিই নদীমাতৃক। ইয়াসের প্রভাবে এই এলাকার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মূলত বসতবাড়ি, চাষের জমি, মাছেড় ভেড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিন লঞ্চে করে এলাকা পরিদর্শনের সময়, জেলার বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন অভিষেক। দ্রুত যাতে বাঁধ মেরামতি করা যায় সেই বার্তা দেন। পাশাপাশি নদী বাঁধের স্থায়ী সমাধান কিভাবে করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা করেন। পাশাপাশি আমফান দুর্নিতি বা বুলবুল দুর্নিতির মতো যেন সমস্যা না হয় সাধারন মানুষের সে বিষয়ে কড়া বার্তা দেন সকলকে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যেন ক্ষতিপূরণ পান সে বিষয়ে নজর রাখতে বলেছেন তিনি। পাশাপাশি দুয়ারে ত্রান পৌঁছে দেওয়ার কথা ও বলেন অভিষেক। অভিষেক ব্যানার্জির এই সফরকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল এদিন।
এদিন এলাকা পরিদর্শন শেষে কেন্দ্রকে আবারও কটাক্ষ করেন অভিষেক। আলাপন ইস্যু থেকে শুরু করে করোনা সংক্রমণ ও ইয়াস মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতার কড়া সমালোচনা করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফুসফুসের জন্য উপকারী খাবার

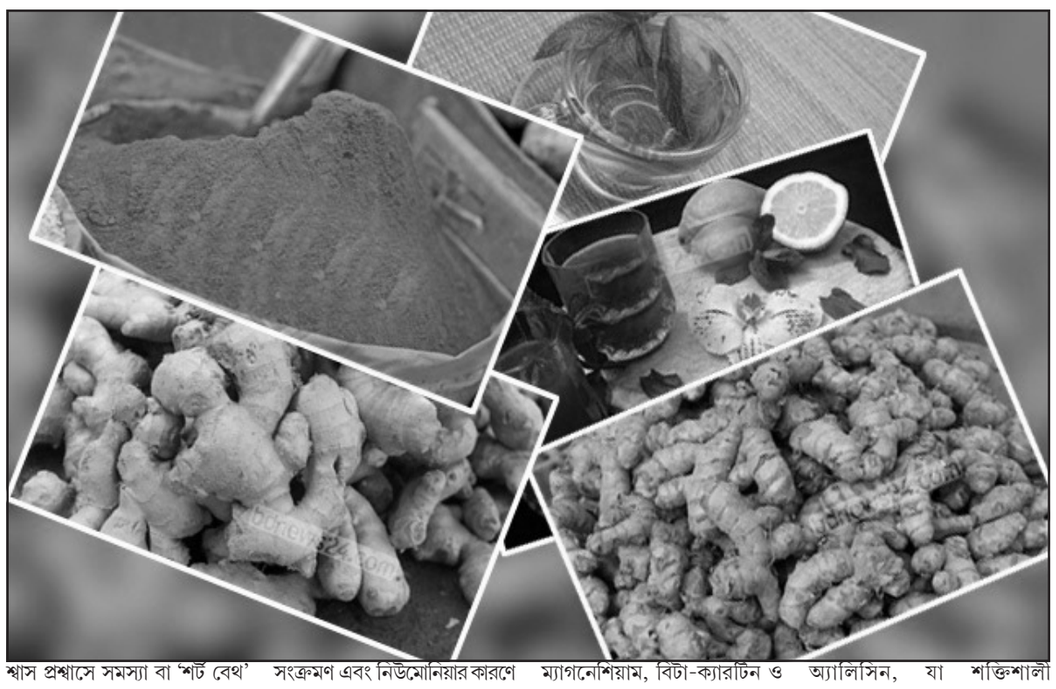

কিছু খাবার রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ফুসফুস সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।কোভিড-১৯'য়ের কারণে ফুসফুস আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ফুসফুসের সুস্থতার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ফুসফুস সুস্থ রাখতে সহায়তা করে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল।

হলুদ: নিয়মিত হলুদ খাওয়া শ্বাসযন্ত্রে বাতাস চলাচল সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে। এতে আছে কারকিউমিন যা ফুসফুস প্রাকৃতিকভাবে পরিষ্কার করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। হলুদ কাঁচা বা গুঁড়া করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে রোগ বালাই দূরে থাকে। গ্রিন টি: শ্বাসযন্ত্র সুস্থ রাখতে গ্রিন টি বেশ কার্যকর। এটা উপকারী পলিফেনল সমৃদ্ধ। এছাড়াও এর প্রদাহনাশক উপাদান ফুসসসের প্রদাহ কমায়। শ্বাসযন্ত্রের নানান সমস্যার মধ্যে ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও এম্ফেসিমা অন্যতম। এম্ফেসিমার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা বা 'শর্ট বেথ' দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা যায়, দৈনিক দুই কাপ গ্রিন টি খাওয়া এই ধরনের সমস্যার ঝুঁকি কমায়।পুদিনার চা: এর রয়েছে নানা ঔষুধি গুণ। গরম পুদিনার চা মিউকাস, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করে। পুদিনার চা ফুসফুসের সংক্রমণ এবং নিউমোনিয়ার কারণে জমে থাকা শ্লেষ্মা, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করতে পারে।

আদা: ঠাণ্ডা ও কাশির ঘরোয়া সমাধান। এর প্রদাহরোধী উপাদান শ্বাসযন্ত্র থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে।এতেরয়েছেভিটামিন ও নানা রকম খনিজ- পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বিটা-ক্যারটিন ও জিংক। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে আদা ফুসফুসের ক্যান্সারের কোষ দূর করতে সাহায্য করতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মৌসুমি ঠাণ্ডা ও সংক্রমণ দূর করতে আদার চা বিশেষ উপকারী।রসুন: রসুনে রয়েছে অ্যালিসিন, যা শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান সমৃদ্ধ। এটা শ্বাসপ্রশ্বাসের সংক্রমণ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে এবং ফুসফুসের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দূর করে। এছাড়াও এটা প্রদাহ কমায় এবং হাঁপানি ও ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

কোভিড-১৯: বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ মানুষ 'বেশি ঝুঁকিতে'

বিশ্বের প্রায় ১৭০ কোটি বা এক-পঞ্চমাংশ মানুষের অন্তত একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা আছে যা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে; ব্রিটিশ এক মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে এসেছে এমন তথ্য।ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ-এ সোমবার প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, ইউরোপের মতো তুলনামূলকভাবে বেশি বয়স্ক মানুষের অঞ্চলে এবং আফ্রিকার মতো এইচআইভি/এইডস-এর উচ্চ প্রবণতার অঞ্চলে করোনাভাইরাস মহামারীর ঝুঁকি বেশি।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৮০ লাখের বেশি মানুষের মধ্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত করা গেছে। মারা গেছে ৪ লাখ ৩৬ হাজারের বেশি। বিভিন্ন দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মৃতদের সিংহভাগই বয়স্ক মানুষ।

১৮৮টি দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকরা ধারণা পেয়েছেন, বিশ্বে সত্তরোর্ধ জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা ফুসফুসের রোগের মতো কোনো না কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন। তারা নতুন করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে এলে অনেক বেশি ঝুঁকিতে থাকবেন।অন্যদিকে কাজ করতে সক্ষম এমন বয়সীদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগ আছে ২৩ শতাংশের। আর ২০ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে তা ৫ শতাংশ।

ওই নিবন্ধের অন্যতম লেখক লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের অ্যান্ড্রু ক্লার্কের মতে, এই সংখ্যাগুলো লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল করার পথে থাকা দেশগুলোর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে পারে।

"দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা মানুষদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিতে অথবা ভবিষ্যতে টিকা দেওয়ার জন্য তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগানো যায়।"

মহামারীর প্রথম থেকেই গবেষকরা জানতেন, কোনো রোগ থাকলে বয়স্কদের করোনাভাইরাসের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। তবে ড় ক্লার্কের মতে, এখন আরও ভালোভাবে সংখ্যাগুলো নিয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের স্বাস্থ্য দপ্তরগুলো থেকে তথ্য নিয়ে গবেষকরা ১১টি ক্যাটাগরিতে দীর্ঘমেয়াদী রোগগুলোকে ফেলেছেন যেগুলো থাকলে কোভিড-১৯ এ কেউ গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন।

অটোইমিউন ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এই তালিকায় আছেন, যারা নিয়মিত ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ খান। কেমোথেরাপির মত চিকিৎসা নেওয়া রোগীরাও তালিকায় আছেন।

এ গবেষণায় যে ধারণা পাওয়া গেছে, তাতে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্বের প্রায় ৪ শতাংশ মানুষ বা প্রায় ৩৪ কোটি মানুষের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে।

কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগ নেই এমন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তিদের ঝুঁকির কথা এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি। দারিদ্র্য ও স্থূলত্বের মতো ঝুঁকির কারণগুলোও বাদ রাখা হয়েছে।

বিশের নিচে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অর্ধেক: গবেষণা

২০ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষদের তুলনায় শিশু এবং কিশোর বয়সীদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক বলে তথ্য এসেছে এক গবেষণা নিবন্ধে।লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের. এপিডিমিওলজিস্টদের ওই গবেষণা মঙ্গলবার নেচার মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত হয় বলে সিএনএন জানায়।রোগের ঝুঁকি এবং বয়সের সঙ্গে এর সম্পর্ক বের করতে সংক্রমণ মডেল ব্যবহার করা হয়েছে এই গবেষণায়।গবেষকরা বলছেন, সমীক্ষায় ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ২১ শতাংশের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর ক্লিনিকাল লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে দেখেছে তারা। ৭০ বছর বা এর বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ৬৯ শতাংশ।চীন, জাপান, ইতালি, সিঙ্গাপুর, কানাডা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মহামারী সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বলছেন, সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরদের কোভিড-১৯ হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম এবং আক্রান্ত হলে তাদের অবস্থা কম গুরুতর হতে পারে।কোভিড-১৯ নিয়ে এখনও অনেক বিষয় বিজ্ঞানীদের অজানা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলছে, কিছু শিশু করোনাভাইরাসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখন পর্যন্ত আক্রান্তদের বেশিরভাগই প্রাপ্তবয়স্ক।

সিডিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদের সাধারণত মৃদু উপসর্গ থাকে।

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে বিশ্বজুড়ে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইউনেস্কো ধারণা করছে, প্রায় ১৯০টি দেশে স্কুল বন্ধ হওয়ার কারণে ১৫০ কোটির বেশি শিক্ষার্থী অর্থাৎ বিশ্বের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঘরে আটকে আছে।এখন বিশ্বজুড়ে লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল হতে শুরু করার সাথে সাথে সরকার এবং বিশেষজ্ঞরা বোঝার চেষ্টা করছেন কীভাবে এবং কখন শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা যায়।নিবন্ধের লেখকরা বলছেন, অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীদের জন্য সংক্রমণ ছড়ানো নিয়ে আরও গবেষণা করা দরকার; তবে বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমণ রোধের পদক্ষেপগুলোয় এতে সামান্য প্রভাব পড়তে পারে - বিশেষত যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীদের থেকে সংক্রমণ কম হয়।সমীক্ষায় বলা হয়েছে, শিশুদের মধ্যে নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি কম থাকা নিয়ে সরাসরি প্রমাণের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাওয়া গেছে। তবে এটি সত্য হলে সামগ্রিকভাবে বিশ্বে কম সংক্রমণ হতে পারে।যেসব দেশের জনসংখ্যার গড় বয়স কম, সেসব দেশে মাথাপিছু কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা কম হতে পারে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগ ও এপিডিমিওলজির অধ্যাপক মার্ক উলহাউস বলেন, "গবেষকরা দেখতে পেরেছেন যে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সংক্রমণের ঝুঁকি কম এবং সংক্রমিত হলে লক্ষণগুলো দেখানোর সম্ভাবনাও কম। তবে তারা সংক্রমন ছড়ানোর ক্ষেত্রেও অন্যদের চেয়ে কম কিনা তা গবেষকরা নির্ধারণ করতে পারেননি।"সায়েন্স মিডিয়া সেন্টারকে তিনি বলেন, "এর ফলে কোভিড-১৯ এর বিস্তারের ওপর স্কুল বন্ধের প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।"

যখন তখন ওষুধ খাচ্ছেন পরিনাম জানেন তো!

আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। এদিক সেদিক আপনাকে দৌড়াতে হয়, শরীরের দিকে একমদই যত্ন হয় না। অনিয়ম আর বেখেয়ালে শরীর ভেঙে পড়তে থাকে, বিভিন্ন ব্যথা, জড়তা শরীরে বাসা বাঁধে। খাওয়া-ঘুম সময়মতো এবং পর্যাপ্ত হয় না বলেই শারীরিক সমস্যা চলতেই থাকে। সমস্যা হলো, ভুগতে ভুগতে ভাবলেন আপনি তো পিছিয়ে পড়ছেন। তখনই মনে হলো আপনার চিকিতসা দরকার। চিকিতসকের কাছে যেতে হলে সময় দরকার, টাকাপয়সাও খরচ করতে হবে। আর চিকিতসক যে ওষুধ দেবে তা তো আপনিও জানেন। ফলে কী করলেন, নিজেই ফার্মেসি থেকে কিনে ইচ্ছামতো পাতাভরে ওষুধ খেয়ে ফেললেন। হয়ত সুস্থবোধ হলো, ফলাফলটা কী হলো সেটা কি ভাবলেন?এই যে না বুঝে শুনে ব্যথা হলে, জ্বর হলে, সর্দিকাশি বা উচ্চরক্তচাপে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই। যখন তখন যেকোনো ওষুধ খেয়ে বসলে রোগ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। একজন চিকিতসকই ভালো করে বলতে পারবেন যে কোন ওষুধের কী কাজ, সেটা কাকে কখন দেওয়া যাবে। নিজে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই পার্শপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও বেশি। ব্যথার ওষুধ না জেনে খেলে শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই ওষুধই কখনো বিষ হয়ে ধরা দেবে, টের পাবেন না।কী কী সমস্যা হতে পারেআমরা ভাবি ভিটামিন "এ" বা কৃমির ওষুধ নিজে থেকে খেলে বুঝি কিছু হয় না। কিন্তু এগুলোর মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।মোটা হয় না বলে অনেকেরই অনেক কষ্ট থাকে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড ওষুধ খান অনেকে। এর ফলে মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে (কর্টিসল হরমোনের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যা) আক্রান্ত হন। এটা বয়ে বেড়াতে হয়। আবার হুট করে চিকিতসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করে দিলেও অনেক বিপদ হতে পারে।গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আন্দাজে দিনের পর দিন ওষুধ খেয়েই চলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওমিপ্রাজল না বুঝে এক বছরের বেশি খেলে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও সমস্যা করতে পারে। আলসার, ডায়রিয়ার মতো সমস্যা বেশি হয় আপনার অজান্তেই।জ্বর-সর্দি আর গায়ে ব্যথায় প্যারাসিটামল সবাই খায়। প্যারাসিটামলের মূল নাম এসিটামিনোফ্যান, বড় কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু যখন তখন বেশি করে খেলে এটি যকৃত অকার্যকর করে দিতে পারে। যাদের আগে থেকে যকৃতে সমস্যা আছে, মদ্যপান বেশি করেন, অন্যান্য ওষুধ খান- তাঁদের জন্য এই প্যারাসিটামল বিপর্যয় আনতে পারে। বিভিন্ন ব্যথার রোগীরা নিয়মিত ব্যথানাশক খান। এতে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যথানাশকে পাকস্থলীর আলসার হয়, রক্তক্ষরণও হতে পারে।হাড় ক্ষয় কমাতে আর হাড় মজবুত করতে ক্যালসিয়াম খাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু ক্যালসিয়াম দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে, কিডনিতে পাথরও হতে পারে।আবার এমন অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো না বুঝে খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়াও এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলো না জেনে খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।মাথায় রাখুন কিছু বিষয়।১. বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায়, লিভার বা কিডনির রোগে) সাধারণ ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিতসকের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময়ে আগে মেয়াদ দেখে নিন।২. চিকিতসক ওষুধের যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ খেতে হবে, সেটা কতক্ষণ পরপর, কতদিন খেতে হবে, খাবার আগে না পরে খাবেন) তা মেনে ওষুধ খাবেন। ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও সেটা অন্য কোথাও আপনার বোঝার সুবিধার্থে সহজ করে লিখে রাখুন। অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে থেকে ওষুধের কোনো মাত্রাই পরিবর্তন করবেন না।৩. অনেকে একবার চিকিতসকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বার বার সেটা দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ যতদিন খেতে বলা হয়েছে, ততদিনই খাওয়া যাবে। আবার সেই একই অসুখ হলেও ঐ ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।৪. সামান্য রোগে উতলা হয়ে ব্যথা বা যন্ত্রণা কমাতে ওষুধ খেয়ে নেবেন না। আর রোগ সেরে গেছে ভেবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। সুস্থ হয়ে গেলেও ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে চিকিতসকের পরামর্শ নিন।৫. একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিক বা অন্যান্য পদ্ধতির চিকিতসা চললে তা চিকিতসককে অবশ্যই জানাবেন। আর যে ওষুধ যেভাবে সংরক্ষণ করতে বলা হবে, সেভাবেই করবেন। ফ্রিজে বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উল্লেখ করে দিলে সেভাবেই রাখবেন।৬. ফার্মেসিতে অনেক সময় প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য কোম্পানি বা একই ধরনের ওষুধ দিয়ে দেন। এটা কখনই মেনে নেবেন না। চিকিতসক যা দেবে, আপনি সেটাই কিনবেন।

সহজেই তৈরি করুন সন্দেশ

সন্দেশ খেতে ইচ্ছে করলে রন্ধনশিল্পী তাসনুভা মাহমুদ নওরিনের রেসিপিতে সহজেই তৈরি করতে পারেন সন্দেশ বানাতে লাগবে: এক লিটার দুধের ছানা। চিনি স্বাদ মতো। আস্ত এলাচ ২টি। ঘি ১ টেবিল-চামচ। গুঁড়া দুধ ২ টেবিল-চামচ।ছানা তৈরি: ১ লিটার ফুল ফ্যাট বা পূর্ণ ননী যুক্ত তরল দুধ জ্বাল দিন। দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় বার বার নেড়ে দিতে হবে যেন উপরে সর বসে না যায়।দুধ ফুটে উঠলে চুলা বন্ধ করে ৩-৪ কাপ টক দই দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিন। আবার চুলা ধরিয়ে কম আঁচে চামচ দিয়ে হালকাভাবে নাড়তে হবে। আস্তে আস্তে দুধ ছানা হতে শুরু করবে।দুধ ও ছানার পানি যখন আলাদা হয়ে আসবে তখন ১ গ্লাস ঠাণ্ডা বরফ পানি ঢেলে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন।সুতির কাপড়ে ছানাটা নিয়ে আবার পানি দিয়ে আলতো হাতে ধুয়ে নিন। হাতে নিয়ে জোরে চেপে পানি বের করার দরকার নেই। ছানার কাপড়টা মুড়িয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিন, তাতেই ছানার বাকি পানি বের হয়ে যাবে।যখন ছানার পানি পড়া একদম বন্ধ হয়ে যাবে তখন ছানা প্লেটে নিয়ে আলতো হাতে মথে নিন। তবে খেয়াল রাখতে হবে খুব জোরে জোরে নয় শুধু ছানার দানাগুলো ভেঙে ছানাটা মিশে গেলেই হবে।সন্দেশ তৈরি: ছানার দলাগুলো আগে হাতে মথে নিন। প্যানে ঘি গরম করে ছানা, এলাচ, গুঁড়া দুধ, চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। সবকিছু মিশে আঠালো হয়ে আসলে এলাচ তুলে ফেলে ঘি ব্রাশ করা বাটিতে নিয়ে বিছিয়ে ঠাণ্ডা করুন। সন্দেশের আকারে কেটে পরিবেশন করুন।

বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ রোধে বেনাপোল স্থলবন্দরে বিজিবি মোতায়েন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০২।। বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ রোধে বেনাপোল স্থলবন্দরসহ সীমান্ত জুড়ে কঠোর নজরদারি শুরু করেছে ৪৯ ব্যাটালিয়ন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ভারতীয় ট্রাক চালকরা যেন বন্দরের বাইরে বের হতে না পারে সেজন্য বন্দর এলাকায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

বুধবার ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সেলিম রেজা গনমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বিজিবি সদস্যরা স্থলবন্দরসহ সীমান্তবর্তী এলাকায় চলাচলকারী লোকজনদের মাস্ক ব্যবহার করার জন্য সচেতন করছে। অবৈধভাবে যেন কেউ সীমান্ত পারাপার না হতে পারে সেজন্য পুরো সীমান্ত জুড়ে বিজিবি''র টহল জোরদার করা হয়েছে।

বিজিবি সূত্র জানায়, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত দিয়ে অবৈধ গমনাগমনের কারণে করোনার ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বেনাপোলের সীমান্তবর্তী সাদিপুর, বড়আচড়া, গাতিপাড়া, দৌলতপুর, রঘুনাথপুর, ঘিবা ও শিকারপুরসহ বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকাকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় অবৈধ যাতায়াত প্রতিরোধে বিজিবি সদস্যরা বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়েছে।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসান হাবিব জানান, বুধবার ভারত থেকে ৭০ জন বাংলাদেশি বাংলাদেশে ফিরেছেন। ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনের জন্য তাদের পুলিশের সহযোগিতায় বেনাপোল ও যশোরের বিভিন্ন হোটেল ও গেস্ট হাউসে রাখা হয়েছে।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের থাবায় উত্তরবঙ্গে প্রাণহানি ২ মহিলার

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.) : রাজ্যে ক্রমশ চওড়া হচ্ছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের থাবা। এবার প্রাণহানি উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে মৃত্যু হল এক মহিলার। গজলডোবার বাসিন্দা আর এক মহিলাও একই কারণে প্রাণ হারালেন।

সূত্রের খবর, নিহত ওই মহিলা শিলিগুড়ির প্রধাননগরের বাসিন্দা। সম্প্রতি তাঁর চোখে সমস্যা দেখা দেয়। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় জানা যায় তিনি মিউকোরমাইসিস বা ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত। উত্তরবঙ্গে প্রথম ওই মহিলার শরীরেই বাসা বাঁধে ছত্রাক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়। ছত্রাক বাসা বাঁধায় ডান চোখ এবং মুখের বেশিরভাগ অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল তাঁর। তার পর থেকে লাগাতার ওই হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে ভরতি ছিলেন মহিলা। তবে চিকিৎসায় সেভাবে সাড়া দিচ্ছিলেন না তিনি। মঙ্গলবার রাতে শেষ হল তাঁর জীবনযুদ্ধ। এদিকে জানা গিয়েছে, গজলডোবার বাসিন্দা এক মহিলাও ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের থাবায় বুধবার প্রাণ হারান।

রাজ্যে মিউকরমাইসিসে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের। বাঁকুড়াতে মঙ্গলবারই প্রাণহানি হয়েছে একজনের। জানা গিয়েছে, তাঁরও চোখের সমস্যার জন্য অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে এই রোগের কথা জানা যায়। অস্ত্রোপচার করা হয় ঠিকই। তবে প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মূলত মাত্রাতিরিক্ত স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে করোনা রোগীর শরীরে অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠছে মিউকরমাইসিস বা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস। চোখ লাল হয়ে যাওয়া, জ্বর-সহ একাধিক উপসর্গও দেখা যাচ্ছে। একেবারে শুরুর দিকে এই রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। তবে ছত্রাক শরীরে বেশি দূর পর্যন্ত জাল বিস্তার করলে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠছে প্রাণঘাতী। তাই নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ী স্টেরয়েড ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার কথাও বলছেন তাঁরা। করোনা নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি রব রাজ্যবাসীর। তারই মাঝে ছত্রাকের বাড়বাড়ন্তে আতঙ্কিত প্রায় সকলেই। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ফের নারদ মামলার শুনানি

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ফের নারদ মামলার শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে।বুধবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতার উদ্দেশে বলেন, নিম্ন আদালতে ৪ ওজনদার বিধায়ক, নেতা, মন্ত্রী অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছিলেন কারও প্রভাবে নয়, বরং সেদিন সিবিআইয়ের তরফের জামিনের বিরোধিতা ভাল করে করা হয়নি বলেই ওই রায় দিয়েছিল আদালত।শুধু কি তাই, এদিন বৃহত্তর বেঞ্চ প্রশ্ন করে "নারদকাণ্ডে ৪ হেভিওয়েটকে গ্রেফতারির সময় ওয়ারেন্ট জারি হয়েছিল?" সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে জানান, 'ওয়ারেন্ট ছাড়াই অধিকার বলে গ্রেফতার করেন তদন্তকারী অফিসাররা"। তবে এদিনও নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি বৃহত্তর বেঞ্চ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

যোরহাটের টিয়কে সড়ক দুর্ঘটনা, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু দুজনের

টিয়ক (অসম), ২ জুন (হি.স.) : যোরহাট জেলার টিয়ক থানার অন্তর্গত মুদৈজান তিনিআলির কাছে আজ বুধবার বিকেলে এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই দুই ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের নাম জানা যায়নি, তবে তাঁদের বাড়ি মধ্য অসমের জাগিরোডে বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানতে পেরেছে পুলিশ।

জানা গেছে, শিবসাগরের দিকে যাচ্ছিল এনএল ০৭ এ ০৪৪৭ নম্বরর একটি ট্রাক। সে সময় বিপরীত দিক থেকে দুরন্ত গতিতে আসছিল এএস ২৫ বিসি ১৯০৪ নম্বরের টাটা এসি। আচমকা বিকট শব্দ করে ট্রাক ও টাটা এসির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে টাটা এসির চালক সহ দুজনের মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় টিয়ক থানার পুলিশ। তাঁরা গাড়ি দুটিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিহত দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য যোরহাট হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

সক্রিয় রোগী কমে ৯,৩৬৪, করোনার প্রকোপ কাটিয়ে উঠছে দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য ১০০-র গন্ডি ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ১০৩ জনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৭৬ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৩৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৪ হাজার ৪০২ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬৭৩ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,২৮৭ জন। বুধবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৯ হাজার ৩৬৪ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ০.৭৮ শতাংশে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মোট ৭৩,৪৫১ জনের কোভিড টেস্ট করা হয়েছে।

রাজ্যে কমছে করোনা সংক্রমণ, একদিনে আক্রান্ত ৯ হাজারের নীচে, মৃত্যু ১৩৫ জনের

কলকাতা, ২ জুন(হি.স) : দ্রুত নামছে রাজ্যের করোনা সংক্রমণের গ্রাফ। রাজ্যে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৯ হাজারের নীচে। তবে মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ এখনও রয়েছে। রাজ্যে একদিনে করোনায় ১৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৮,৯২৩ জন। এর মধ্যে শহর কলকাতায় একদিনে আক্রান্ত ১,০৪০ জন। দিন কয়েক আগেই যে সংখ্যাটা ছিল দৈনিক ৩ হাজারেরও বেশি। সংক্রমণের নিরিখে এদিন অবশ্য ফের তিলোত্তমাকে ছাপিয়ে গেল উত্তর ২৪ পরগনা। একদিনে সেখানে ১,৮৬০ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একদিনে সংক্রমিতের সংখ্যা ৬০৬। হাওড়া ও হুগলিতে একদিনে আক্রান্ত যথাক্রমে ৬৭০ ও ৫৫১ জন। তবে এখনও উদ্বেগে রাখছে রাজ্যের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল দার্জিলিং। ২৪ ঘণ্টায় ৪৮০ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন সেখানে। ফলে রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭২৪ জন। একদিনে ভাইরাসের বলি ১৩৫ জন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় ১৫ হাজার ৮১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ইন্ডস্ট্রির কর্মীদের দেড় কোটি টাকা অনুদান দক্ষিণী অভিনেতা যশের

চেন্নাই, ২ জুন (হি. স.) : কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ৩০০০ কর্মীদের জন্য দেড় কোটি টাকা অনুদান দিতে চলেছেন দক্ষিণী অভিনেতা যশ। অভিনেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, করোনা মহামারী চলাকালীন সহায়তা করার জন্য চলতি মাসে ইন্ডাস্ট্রির কর্মীদের প্রত্যেককে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৫০০০ টাকা জমা দেব।

অভিনেতা যশ ইনস্টাগ্রামে একটি নোট শেয়ার করে লেখেন, 'কোভিড-১৯ এক অদৃশ্য শত্রু যে দেশ জুড়ে অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা ভেঙে দিয়েছে। আমাদের কন্নড় ফিল্মের মানুষের জীবনেও ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছে। এহেন গুরুতর সময়ের ৩০০০ সদস্যের প্রত্যেককে, যাঁর মধ্যে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ২১ বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমার উপার্জন থেকে তাঁদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে ৫০০০ টাকা অনুদান দিতে চলেছি। যদিও আমি জানি আমরা যে পরিস্থিতিটির মধ্যে রয়েছি তার ক্ষয় ও কষ্টের সমাধান হিসাবে এই অর্থ কিছুই নয়। এটি আশার এক আলোকরশ্মি মাত্র, আশা ভাল সময়ের। তাঁকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল 'কেজিএফ: চাপ্টার ওয়ান' ছবিতে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দ্রুত রাজ্যের উপনির্বাচন চেয়ে কমিশনে যেতে পারে তৃণমূল

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.) : করোনার দ্বিতীয় ধাক্কার দাপট খানিকটা কমলেই সেরে ফেলা হোক রাজ্যের ৬ বিধানসভা আসন এবং ২টি রাজ্যসভা আসনের উপনির্বাচন। এমনটাই চাইছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার পাশাপাশি তামিলনাড়ুর চার আসনেও রাজ্যসভার উপনির্বাচন হওয়ার কথা। তৃণমূল চাইছে, সেই আসনগুলিতেও দ্রুত নির্বাচন হোক। এই দাবিতে দলের তরফে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে বলেই তৃণমূল সূত্রের খবর।

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে আগে দীনেশ ত্রিবেদী তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান। তাঁর পদত্যাগের ফলে ওই আসনটি শূন্য হয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে দীনেশবাবুর মেয়াদ ছিল আরও সাড়ে চার বছর।

একইভাবে রাজ্যের মন্ত্রী হওয়ার জন্য রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়ছেন মানস ভুঁইয়াও। তাঁরও সাংসদ পদের মেয়াদ রয়েছে আরও বছর দুয়েক। রাজ্য বিধানসভার বর্তমান শক্তি অনুযায়ী, এই দুটি আসনে তৃণমূলের জয়ের ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই। তৃণমূল শিবির চাইছে দীনেশ ত্রিবেদী এবং মানস ভুঁইয়ার যে দুটি পদ খালি হয়েছে, তা দ্রুত পুরণ করতে।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্যসভার মুখ্য সচেতক সুখেন্দুশেখর রায় বলছেন, ''নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যসভার কোনও সাংসদের মেয়াদকাল একবছরের বেশি থাকাকালীন যদি কেউ পদত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে ৬ মাসের মধ্যে ভোট করানো বাধ্যতামূলক। মেয়াদ ১ বছরের কম থাকলে সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। তবে, বর্তমানে যেহেতু করোনা সংক্রমণের হার নিম্নমুখী, তাই এই শূন্য পদগুলি ভরতি করে দেওয়ায় ভাল বলে আমার মনে হয়।"

এ ছাড়াও, রাজ্যে আগামী মাস পাঁচেকের মধ্যে ৬ আসনে উপনির্বাচনও হওয়ার কথা। যার মধ্যে যে কোনও একটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে আসতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও দুই মন্ত্রী অমিত মিত্র এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কেও জিতিয়ে আনতে হবে। তৃণমূল চাইছে, করোনার দাপট কিছুটা কমলেই এই আসনগুলিতে উপনির্বাচনও হয়ে যাক। কারণ, কোনওভাবে যদি ৬ মাসের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতে আসতে না পারেন, সেক্ষেত্রে সাংবিধানিক সংকটের মুখে পড়তে পারে রাজ্য। সেই পরিস্থিতি যাতে না হয়, সেকারণেই কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে তৃণমূল। শুধু তাই নয়, তামিলনাড়ুর চার আসনেও বিরোধীদের জয়ের সম্ভাবনাই বেশি। সেই আসনগুলির নির্বাচনও যাতে তাড়াতাড়ি করা যায়, সেটাও নিশ্চিত করতে চায় এরাজ্যের শাসকদল। তবে এ বিষয়ে দলের তরফে কোনও চিঠি লেখা, বা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে কিনা, সে ব্যাপারে ৫ জুন দলের সাংগঠনিক বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দুর্গাপুরে সেবাসপ্তাহে হাসপাতালের রোগীর আত্মীয়দের খাবার তুলে দিলেন দীপ্তাংশু

দুর্গাপুর, ২ জুন (হি. স.) : হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেছেন। পরাজয় হয়েছে। তবুও হার মানেননি। ময়দানে থেকে লক্ষ্যে অবিচল। দলের সেবা সপ্তাহ কর্মসূচীতে শহরের বেসরকারী হাসপাতালের সামনে নিয়মিত রোগীর আত্মীয়দের খাবার বিলি করে চলেছেন দুর্গাপুরের বিজেপি নেতা দীপ্তাংশু চৌধুরী। তার কাজে অনুপ্রানিত দলের কর্মী সমর্থকরা।

মাসখানেক আগেই রাজ্য বিধানসভার ভোট মিটেছে। রাজ্যজুড়ে গেরুয়া হাওয়ার মধ্যে তৃণমূল অভুতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। রাজ্য দখল করতে না পারলেও সন্তোরের ওপর আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। দুর্গাপুরের দুটি আসনের মধ্যে একটি বিজেপির দখলে আসে। অপরটি দুর্গাপুর পুর্বে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়।। শেষপর্যন্ত জয়ী হয় তৃণমূল। ওই আসনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভোটে পরাজিত হয় দুর্গাপুর পুর্বের বিজেপি প্রার্থী কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। প্রবল গেরুয়া ঝড়ের মধ্য আশানুরূপ সাফল্য না হওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করে বিজেপির অন্দরে। ২০১৯ লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে দুর্গাপুর পুর্বে তৃণমূল ৬৩৮৬৪ ভোট পেয়েছিল। এবং বিজেপি পেয়েছিল ৯০৪৫৫ ভোট। প্রায় ৩০ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল। দু বছরের ব্যাবধানে বিজেপির ভোট তলানিতে যাওয়ার কারন নিয়ে বিস্তর জলঘোলা শুরু হয়েছে।

প্রার্থী ঘোষনার পর গোড়ার দিকে মতবিরোধ থাকলেও পরে স্বাভিবিক হয়ে যায়। প্রাচারে ত্রুটি রাখেননি দীপ্তাংশুবাবু। তাহলে পরাজয়ের কারন কি? দু বছরেই ৩০ হাজার ভোট কেন মুখ ফিরিয়ে নিল? প্রশ্ন উঠেছে দলের অন্দরে। রাজনৈতিক মহলের ধারনা, দলবদলুদের প্রার্থী করায় বহু বিজেপিকর্মী অসন্তুষ্ট ছিল। যার দরুন ময়দানে সেভাবে নামেনি কর্মীরা। যদিও দুর্গাপুর পূর্বের প্রার্থীর প্রচারে সেভাবে কোন রাজ্য ও প্রদেশ নেতৃত্ব আসেনি। বড় সভা দূর অস্ত, কোন রোড-শো কিম্বা পথসভাও করতে হাইপ্রোফাইল কেউ আসেনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীর রোড-শো করার সূচী থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেটাও ভেস্তে যায়। দলের নীচুতলার কর্মীদের একাংশের দাবী, দুর্গাপুর পূর্বে প্রার্থীর নিজের প্রচার ও একাংশ কর্মীর পরিশ্রমের ফল পেয়েছে। শিল্পশহর ও জঙ্গলমহলের মানুষ আশীর্বাদও দিয়েছে। তবে ফলাফল যাই হোক। পরাজয়ের পরও ময়দান ছাড়েনি দীপ্তাংশু চৌধুরী। ফলাফলের পরদিন থেকে অত্যাচারিত দলীয় কর্মীদের খাবারের ব্যাবস্থা করেছেন। খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে গেছেন আক্রান্তদের বাড়ী।

সম্প্রতি করোনার দ্বীতিয় ঢেউ''র কামড়ে সিটিয়ে গোটা বিশ্ব। আবারও শুরু হয়েছে লকডাউন। বন্ধ দোকানপাট। বিপাকে পড়েছে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর পরিবার। লকডাউনের মাঝে ওইসব অসহায় রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে রান্না করা খাবার তুলে দেওয়া শুরু করলেন দীপ্তাংশু চৌধুরী। তিনি বলেন,'কয়েকদিন ধরে সেবাসপ্তাহ পালন করছে দল। তাই সেবা কাজের জন্য রোগীর আত্মীয়দের পাশে থাকা জরুরী মনে করি। লকডাউনে খাবার দোকানও বন্ধ। রোগীর আত্মীয়রা সমস্যা পড়েছে। তাই তাদের হাতে দুপুরে ভরপেট খাবার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ভাত ডাল, সব্জি। তাতেই খুশী রোগীর আত্মীয়রা। আগামী কয়েকদিন কাঁকসার জঙ্গলমহলে যাবো। সেখানের গ্রামীণ হাসপাতাল ও তার আশপাশে গ্রামে মানুষদের মধ্যে রান্না করা খাবার তুলে দেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন,' লড়াইয়ের ময়দানে হার জিত থাকবে। জয়ী না হলেও, শিল্পশহরের মানুষ আশীর্বাদ করেছে। মানুষের পাশে আগেও ছিলাম, আগামীদিনেও থাকব।' তবে দীপ্তাংশুবাবুর এই সেবাকাজে আপ্লুত শুধু নয়, অনুপ্রানিত শিল্পশহরের বিজেপিকর্মীরা। হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

মহামারী আইন প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা উচিত", অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জুন(হি.স) : বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় ইয়াস বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধেই বিপর্যয় মোকাবিলা আইন প্রয়োগ করা উচিত।

ইয়াস-বিধ্বস্ত নদীবাঁধ ও দুর্গত এলাকার পরিস্থিতি দেখতে বুধবার দুপুরে পাথরপ্রতিমায় এসেছিলেন অভিষেক। সেখানে তিনি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বলেন, "উনি বাংলার মানুষের জন্য কাজ করছিলেন। যিনি কাজ করছিলেন তাঁকে কেন শো-কজ। "

এদিন দুপুর ১টা নাগাদ তিনি স্থানীয় দক্ষিণ মহেন্দ্রপুর শিবপ্রসাদ ভগবৎচন্দ্র হাইস্কুল মাঠে হেলিকপ্টার থেকে নামেন। সেখান থেকে যান দুর্গাচকে। সেখানকার 'ফ্লাড সেন্টার'-এ শ'পাঁচেক দুর্গত মানুষ রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। খতিয়ে দেখেন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। দুর্গতদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন অভিষেক। তিনি বলেন, "আপনাদের বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ৫ হাজার টাকা এবং সম্পূর্ণ ক্ষতি হলে ২০ হাজার টাকা অর্থসাহায্য পাবেন। গবাদি পশু, পানের বরোজের ক্ষতি হলেও অর্থ সাহায্য মিলবে। মৎস্যজীবীরাও ক্ষতিপূরণ পাবেন। আমি অনুরোধ করব, সকলে এখানেই থাকুন। কেউ সাহায্য করুক বা না করুক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত দিন রয়েছেন তত দিন কোনও চিন্তা করবেন না।" পরে সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি যান রামগঙ্গা ঘাটে। সেখানে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা, সেচ দফতর ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে লঞ্চে চাপেন। ওয়াল ক্রিক নদী পেরিয়ে বিধ্বস্ত গোপালনগর এলাকাও পরিদর্শন করেন অভিষেক। লঞ্চে বসেই দুর্গত এলাকার ক্ষয়ক্ষতির খবর নেন তিনি। পরে ফের রামগঙ্গা ফিরে আসেন। সেখানেই একটি বেসরকারি হোটেলে তৃণমূলের তত্ত্বাবধানে থাকা একটি অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে যান।

করোনা পর্বেও ৩০ লক্ষ ছাত্রীকে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা

নদিয়া, ২ জুন (হি. স.) : করোনা ও ইয়াসের মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের ঘাড়ে বিপুল আর্থিক বোঝা চাপা সত্ত্বেও চালু থাকছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাশ্রী প্রকল্প। এবার রাজ্যের প্রায় ৩০ লক্ষ ছাত্রীকে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেইমতো প্রতিটি জেলাকে তাদের লক্ষ্যমাত্রাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের সুবিধা ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে প্রতিটি জেলায় জোর কদমে কাজ করছেন আধিকারিকরা। করোনা মহামারী পরিস্থিতিতেও সরকারের এই উদ্যোগে খুশি রাজ্যের কন্যাশ্রী প্রকল্পের আবেদনকারীরা। রাজ্যের নির্বাচন পর্ব মিটতেই এই প্রকল্পের রাজ্য ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার শাশ্বতী চক্রবর্তী বিভিন্ন জেলার প্রকল্প আধিকারিকদের ই-মেল করে কন্যাশ্রীর কাজ চালুর নির্দেশ দিয়েছেন। তাতে প্রকল্পের নবীকরণ, আপগ্রেডেশন, ভেরিফিকেশন প্রভৃতি কাজ করার কথা বলা হয়েছে। এবার রাজ্যে ২৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪৫৪ জনকে প্রকল্পের সুবিধা দিতে চায় সরকার। এর মধ্যে কে-১ প্রকল্পে সুবিধা পাবে ২৪ লক্ষ চার হাজার ৪০৮ জন। এছাড়া ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৬ জন ছাত্রী কে-২ সুবিধা পাবে। নদিয়ার রানাঘাটের এসডিও রানা কর্মকার বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক ছাত্রী প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদন জমা দিচ্ছে। তাঁরা যাতে দ্রুত সুবিধা পায় সেজন্য আমরাও জমা পড়া আবেদন দ্রুত খতিয়ে দেখে রাজ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রানাঘাট দেবনাথ ইনস্টিটিউশন গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী পায়েল সরকার বলে, আগেও দু''বছর কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছি। এবারও সেই সুবিধা পাব। সরকারের এই উদ্যোগে আমরা সবাই খুশি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরে মুর্শিদাবাদে দু''লক্ষ ৭৩ হাজার ৬০০জন, নদিয়ায় এক লক্ষ ৬৯ হাজার ৫০৫ জন, হুগলিতে এক লক্ষ ৫৮ হাজার ২২৭ জন, বীরভূমে এক লক্ষ ২৯ হাজার ৩২৮ জন, কোচবিহারে এক লক্ষ ৯ হাজার ৭৩ জন, মালদাহে এক লক্ষ ৫০ হাজার ৮৫১ জন, দার্জিলিংয়ে ১২ হাজার ২৫৫ জনকে প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছিলেন। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের মেয়েদের সরকারি সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি নাবালিকার বিয়ে আটকানোও এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই লক্ষ্য যে সফল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রকল্পে ১৩ বছরের বেশি কিন্তু ১৮ বছরের কম বয়সের ছাত্রীরা বার্ষিক এক হাজার টাকা করে পায়। কন্যাশ্রী-২ এর মাধ্যমে ছাত্রীরা এককালীন ২৫ হাজার টাকা পান। আগে এই প্রকল্পের আবেদন জমা নেওয়ার কাজ স্কুল ও কলেজগুলিতে হতো। কোভিড পরিস্থিতির কারণে স্কুল বন্ধ থাকায় ব্লক ও এসডিও অফিসে ডাটা এন্টি অপারেটররা এই তথ্য সংগ্রহ করছেন। হিন্দুস্থান সমাচার/

লোকসভার অধ্যক্ষের সমালোচনা কুনাল ঘোষের

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.) : রাজনীতির উর্দ্ধে গিয়ে কাজ করছেন না লোকসভার স্পিকার। এদিন তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে ক্ষোভ জানালেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, গত ৪ ঠা জানুয়ারি, ১২-ই মে ও ১৭ ই মে, তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলীয় নেতা সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকার ওম বিড়লাকে একটি বিষয়ে চিঠি দেন। বিষয়টি হল তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জেতা দুই সাংসদ বর্ধমান পূর্বের সুনীল মণ্ডল ও কাঁথির শিশির অধিকারী দু''জনেই এখন বিজেপিতে। তাদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের তরফে স্পিকারের কাছে দলত্যাগ বিরোধী আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই চিঠির জবাব কিংবা চিঠির পর কোনও পদক্ষেপ নেননি স্পিকার। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কুণালবাবু জানিয়েছেন। স্পিকারের অফিস থেকে বারবার করোনার দোহাই দেওয়া হচ্ছে। তাহলে রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত তারকেশ্বরে ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে আবার কীভাবে এই করোনা পিরিয়ডে রাজ্যসভায় সাংসদ হয়ে গেলেন। উনি ভোটে দাঁড়ানোর জন্য পদত্যাগ করেছিলেন কিন্তু হেরে গিয়ে আবার রাষ্ট্রপতির মনোনোয়নে সাংসদ হয়েছেন। তার বেলায় হলে শিশির বাবু ও সুনীল বাবুর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা কেন নয়? প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল ঘোষ। তৃণমূলের মুখপাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন হয়ত দলের তরফে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে দুই সাংসদের পদ বাতিলের জন্য। কিন্তু এখানে বুঝতে হবে স্পিকারের কোনও ভুল নয়। কারণ ২০১৬ সালে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় তখন সিপিএম বা কংগ্রেস থেকে বহু বিধায়ক শাসকদলে গিয়েছিলেন। তখন সিপিএম ও কংগ্রেসের তরফে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এইভাবেই দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগ করে বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন করা হলেও তিনি কোনও ভ্রুক্ষেপ নেননি।

ঠিক একইভাবে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা চিঠির উত্তর দিতে বাধ্য নন। এমনকি তৃণমূলের তরফে আদালতে গেলে হয়ত দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাদের সাংসদ পদ খারিজ হতেও পারে কিন্তু স্পিকারের বিরুদ্ধে কিছুই ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না কারণ তিনি আইনসভার সর্বোচ্চ, তিনি যা চাইবেন তাই করতে পারবেন। গত ডিসেম্বর মাসে অমিত শাহের হাত ধরে মেদিনীপুরের জনসভায় পদ্মে যোগদান করেন আর নির্বাচনের সময় মেদিনীপুরেই শিশির অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর সভায় বিজেপিতে যোগ দেন। যদিও দু''জনেই নিজেদের সাংসদ পদ ছাড়েননি এখনও পর্যন্ত।

তৃণমূলের তরফে এও জানানো হয়েছে স্বপন দাশগুপ্তকে যদি ফের রাজ্যসভার সাংসদ করা হয় তাহলে শিশির অধিকারী ও সুনীল মণ্ডলের পদ কেন বাতিল করা হল না? এই করোনার সময় ও "যশ" বিধ্বস্ত এলাকায় কাজ করতে দেখাও যাচ্ছে না। তাই সেখানকার মানুষদের সুবিধা দিতে তৃণমূলের সাংসদ দরকার আর সেটা নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্বাচিত করে আনা হবে বলেই এদিন জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কাশীতে মৃত্যু বাঙালি শ্রমিকদের পরিবারের পাশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.) : কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে বাংলার দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়। দু''জনেই মালদার বাসিন্দা। বুধবার মৃতদের বাড়ি গিয়ে পরিবারকে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মৃতদের পরিবারের পাশে সর্বদা রয়েছে বলেও আশ্বাস দিয়ে গেলেন তাঁরা।

মালদায় হেলিকপ্টার থেকে নেমেই ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''দু''জন শ্রমিকের মৃত্যুর পাশাপাশি ৪ জন গুরুতর আহত। উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে আমরা আশা কম করি। তাই আমরা নিজেদের ছেলেদের পাশে দাঁড়াতে চাইছি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে পরিবারগুলির হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়ার।'' ওই শ্রমিকরা গিয়েছিলেন বিশ্বনাথ ধাম এর সংস্কারের কাজে। থাকতেন বারাণসীর একটি ভাড়া বাড়িতে। দুর্ঘটনায় বাড়ি ভেঙে মৃত্যু হয়েছে দুই শ্রমিকের।

কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির সংস্কারের কাজে যোগ দিতে কয়েকদিন আগে মালদা থেকে প্রায় ৩০০ জন শ্রমিক বারাণসীতে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রায় ২৫০ জন শ্রমিক ছিলেন কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরশাহী এলাকার বাসিন্দা। এদের মধ্যে বেশিরভাগই বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন বিভিন্ন বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

সূত্রের খবর, সোমবার রাত প্রায় দু''টো পর্যন্ত মন্দিরর সংস্কার-কাজ চলেছিল। তারপর বাড়ি ফিরে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ হঠাৎই মন্দির সংলগ্ন একটি প্রাচীন বাড়ি ভেঙে পড়ে। আর তার নীচেই চাপা পড়েন আট জন শ্রমিক। ঘটনাস্থলেই দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। মৃতদের বছর তিরিশের এবাদুল মোমিন ও বছর চল্লিশের আমিনুল মোমিন। দু''জনেরই বাড়ি শেরশাহী এলাকার মহেশপুর ও রাণুচক গোঁসাইপাড়া গ্রামে। এদিন সেখানেই সংসদ মৌসম নূরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

অনন্য সংস্কৃতি ও পরিশ্রমী মানুষে পরিপূর্ণ তেলেঙ্গানা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): জুন মাসের ২ তারিখ, ২০১৪ সালের এই দিন নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানার অভ্যুদয় ঘটে। স্থাপনা দিবসে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানার জনগণকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তেলেঙ্গানার জনগণের সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, অনন্য সংস্কৃতি ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষে পরিপূর্ণ তেলেঙ্গানা রাজ্য।

বুধবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা-বার্তায় জানিয়েছেন, 'স্থাপনা দিবসে তেলেঙ্গানার জনগণকে শুভেচ্ছা। অনন্য সংস্কৃতি ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষে পরিপূর্ণ এই রাজ্য, যাঁরা অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন। তেলেঙ্গানার জনগণের সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করছি।' তেলেঙ্গানার স্থাপনা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সকালে প্রগতি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যে খাদ্য সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে বলে দাবি করলেন খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। রাজ্যে খাদ্য সামগ্রীর কোনো ঘাটতি নেই বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী। রাজ্যে খাদ্য সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে বলে দাবি করেছেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। বুধবার মহাকরণে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান খাদ্যমন্ত্রী।

করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের খাদ্য মজুদ সন্তোষজনক। খাদ্য সামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য জনগণকে আতঙ্কিত না হতে আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। বুধবার মহাকরণে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব জানান রাজ্যে খাদ্যদ্রব্যের মজুদ সন্তোষজনক রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের চালের মজুদ রয়েছে একশ কুড়ি দিনের, আটা রয়েছে ৩৯ দিনের, লবণ রয়েছে ২৫ দিনের, চিনি রয়েছে ৪৫ দিনের, মসুর ডালের মজুতরয়েছে একদিনের। পেট্রোল মজুত রয়েছে ১১ দিনের, সাত দিনের ডিজেল মজুত রয়েছে, কেরোসিন মজুত রয়েছে ১০ দিনের। খাদ্য মন্ত্রী জানান ,রাজ্য সরকার রাজ্যের সাত লক্ষ বিপিএল, অন্তোদয় ,ও প্রায়োরিটিগ্রুপের পরিবারকে মাথাপিছু ১০ কেজি করে চাল, ২ কেজি করে মসুর ডাল, ৩ কেজি করে আলু ,দু কেজি করে পেঁয়াজ এবং ২ কেজি করে লবণ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া প্রত্যেক পরিবারকে এক হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। খাদ্যমন্ত্রী আরো জানান বাজার বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে নিয়মিত নজরদারি বজায় রাখা হচ্ছে। সরিষার তেল ছাড়া সমস্ত জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি জানান উৎস স্থলে মূল্যবৃদ্ধির ফলে সরিষার তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্যাম্প এর মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী বন্টনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রেশন শপ এর মাধ্যমে মসুর ডাল সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জানতে চাওয়া হলে খাদ্যমন্ত্রী জানান যে সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল তারা বর্তমানে মসুর ডাল দিতে চাইছে না। গত ৭ দিন আগে নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। আগামী মাস দেড়েকের মধ্যে ন্যায্য মূল্যের দোকান এর মাধ্যমে মসুর ডাল সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন খাদ্যমন্ত্রী। তবে এক্ষেত্রে এপিএল ভুক্ত পরিবারগুলিকে ভর্তুকিতে মসুর ডাল দেওয়া সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন।

যুবক যুবতী আটক, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকাবাসী ঘেরাও করল শান্তিরবাজার থানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ জুন।। পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে মনপাথর ফাঁড়ী থানা ঘেরাও করলো দাস পাড়া এলাকার লোকজনেরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার দিনের বেলায় মনপাথর দাস পাড়া এলাকায় এক নাবালিকা মেয়ের সাথে রাজাপুর এলাকার এক ছেলেকে আটক করলো এলাকবসী।

পরবর্তী সময় ঘটনার খবরে পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নাবালিকা ও ছেলেটিকে ঘটানস্থল থেকে উদ্ধার করে মনপাথর ফাঁড়ী থানায় নিয়ে আসে। সারা দিন অতিক্রান্ত হবার পর সন্ধ্যাবেলায় থানার কর্মীরা মেয়েটিকে মেয়ের পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দিয়ে আসে। এই বিষয়ে মেয়ের মা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন মেয়েটিকে তিনি রাখবেন না। মেয়ের মা জানান উনার স্বামী নেই। এলাকাবাসী উনার সবকিছু। এলাকাবাসী সিদ্ধান্ত করেছেন মেয়েটিকে রাখা যাবে না।

এই নিয়ে শুরু হয়েছে পুলিশের সঙ্গে দন্দ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাত্রি আনুমানিক ৯ টা ৩০ মিনিট নাগাদ এলাকাবাসী মনপাথর থানা ঘেরাও করে। এলাকাবাসীর অভিযোগ পুলিশ উনাদেরগ্রামে গিয়ে উনাদের উপর আক্রমণ করে নাবালিকারে জোর করে বাড়ীতে রেখে এসেছেন। পরবর্তী সময় মেয়েটিকে খোঁজে পাচ্ছেন না বলে জানান এলাকাবাসী। থানা ঘেরাও করার ফলে কিছু সময়ের জন্য মনপাথর এলাকায় চাঞ্চল্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তিরবাজার থানার ওসি এবং বিশাল পুলিশ বাহীনি। পরবর্তীসময়ে শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে। এই নিয়ে ঘটনার বিবরণ সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী।

মুঙ্গিয়াকামীতে আইপিএফটি ও তিপ্রা মথার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ জুন।। মুঙ্গিয়াকামি ব্লকে বুধবার ত্রিপরা মথার সমর্থকরা লংকা কান্ড সংঘটিত করেছে। বিএসসির চেয়ারম্যানের কাছ থেকে জোর করে একটি কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে গেছে এবং দু জনকে বেধড়ক মারধর করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মুঙ্গিয়াকামি ব্লকে বি এ সি চেয়ারম্যান এর কাছ থেকে জোর করে জরুরি কাগজে সই করানো এবং বিজেপি আই পি এফ টি সমর্থিত বি এ সি সদস্যকে মারধোর করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তীর তিপ্রামথা সমর্থকদের দিকে। ঘটনা মুংগিয়াকামি ব্লকে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার দুপুরে আচমকা মুংগিয়াকামি ব্লকের বিজেপি আই পি এফ টি জোটের বি এ সি চেয়ারম্যান সুনিল দেববর্মার কক্ষে ঢুকে কিছু যুবক। চেয়ারম্যান সুনিল দেববর্মাকে একটি অফিসিয়াল কাগজে সই করতে বলে।প্রথমে সুনিল দেববর্মা রাজী না হলে জোর করে উক্ত কাগজে সই করিয়ে নেয় বলে জানান বি এ সি চেয়ারম্যান সুনিল দেববর্মা। অভিযোগ চেয়ারম্যানের কক্ষষ থেকে বের হয়ে উশৃংখল কয়েকজন যুবক ব্লক অফিসের বাইরে থাকা বি জে পি, আই পি এফ টি জোটের সমর্থিত বি এ সি সদস্য ও কর্মিকে মারধর করে।এতে ব্লক এডভাইজারি কমিটির এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেববর্মা ও বিশ্বমোহন দেববর্মা আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মুংগিয়াকামি ব্লকের বি এ সি ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা। আহতদের সংগে সংগে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। আহতদের মধ্যে রঞ্জিত দেববর্মার মাথায় গুরুতর আগাত লাগে বলে জানা যায়। এ প্রসংগে চেয়ারম্যান সুনিল দেববর্মা এবং ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা জানান ,আক্রমণকারীরা তিপ্রামথার সমর্থক। ঘটনার খবর পেয়ে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এবং বিধায়ীকা কল্যানী রায় ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে।আহতদের তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে এসে খোজখবর নেন। উনারা ঘটনার তিব্র নিন্দা জানান। এ ব্যাপারে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিপ্লবের

● প্রথম পাতার পর

সমালোচনার জন্য মুখিয়ে থাকে। তিনি বলেন, আজ ৪৫-উর্ধ ব্যক্তিদের টিকাকরণে দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরা। গুজবে কান না দিয়েই ত্রিপুরার মানুষ কোভিডের টিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর দাবি, সমালোচনা, নেতিবাচকতাকে সরিয়ে রেখেই কাজ করে চলেছে সরকার। আশা করি, ইতিবাচক মানসিকতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে আমরা সক্ষম হব।

মান্দাইয়ে

● প্রথম পাতার পর

এবং মাধবপাড়া টিএসআর ক্যাম্পের জওয়ানদের নিয়ে একটি রাস্তার পাশে এম্বুস করে বসে থাকে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ওই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যতীন্দ্র দেববর্মা।

তখনই তাকে আটক করা হয়। তার স্কুটিতে তল্লাশি চালিয়ে আরো একটি পিস্তল এবং দুই জোড়া ফৌজি ড্রেস উদ্ধার করা হয়। আমতলী থানার ওসি জানান তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্য মিলেছে তাতে জানা গেছে এই চক্রের আরো কয়েকজন জড়িত রয়েছে। অস্ত্রসহ আটক আদালতে সোপর্দ করা হবে। আদালত থেকে পুলিশ রিমান্ডে এনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের নামধাম উদ্ধার করা হবে।অস্ত্রসহ আটক যতীন্দ্র দেববর্মার বাড়ি মান্দাই থানা এলাকার তুইচারাংচাই এলাকায় বলে জানিয়েছেন আমতলী থানার ওসি মানিক দেবনাথ।

লক্ষাধিক

● প্রথম পাতার পর

বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,০১, ৮৭৫। ১ লক্ষ ০১ হাজার ৮৭৫ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬৪৫-তে (৬.৩৪ শতাংশ) পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩ হাজার ২০৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৩৫,১০২ জন (১.১৮ শতাংশ)।

সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতাই প্রতিদিন স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৪৫৬ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৬১,৭৯,০৮৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯২.৪৮ শতাংশ। ত্রর খবর, সোমবার রাত প্রায় দু''টো পর্যন্ত মন্দিরর সংস্কার-কাজ চলেছিল। তারপর বাড়ি ফিরে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ হঠাৎই মন্দির সংলগ্ন একটি প্রাচীন বাড়ি ভেঙে পড়ে। আর তার নীচেই চাপা পড়েন আট জন শ্রি

সবথেকে বেশি চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে দিল্লি ও বিহারে।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ৩২ জন চিকিৎসকের, অসমে ৮ জন, বিহারে ৯৬ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন, ছত্তিশগড়ে ৩, দিল্লিতে ১০৭, গুজরাটে ৩১, গোয়াতে ২, হরিয়ানায় ৩, জম্মু-কাশ্মীর ৩, ঝাড়খণ্ড ৩৯, কর্ণাটক ৮, কেরল ৫, মধ্যপ্রদেশ ১৬, মহারাষ্ট্র ১৭, মণিপুর ৫, ওড়িশা ২২, পুদুচেরি এক, পঞ্জাব ৩, রাজস্থান ৪৩, তামিলনাড়ু ২১, তেলেঙ্গানা ৩২, ত্রিপুরা ২, উত্তর প্রদেশ ৬৭, উত্তরাখণ্ড ২, পশ্চিমবঙ্গ ২৫, অজানা এক।

রেল

● প্রথম পাতার পর

টন প্রতি পরিবহণ মূল্য পড়বে ২০২৫ টাকা,গুয়াহাটি পর্যন্ত টন প্রতি খরচ পড়বে ৮৮২ টাকা এবং নয়াদিল্লী পর্যন্ত খরচ পড়বে টন প্রতি ২৮১৫ টাকা। দুটি ট্রেনের ক্ষেত্রেই আগরতলা থেকে ছাড়ার পর রাজ্যের আমবাসা ও কুমারঘাটে হল্ট করবে। সেখানেও কৃষকরা তাঁদের উতপাদিত ফসল কিষান রেলে তুলতে পারবেন। রাজ্যের কৃষকদের ফসল বাজারজাতকরণের লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে কিষান রেল চালানোর আবেদন জানিয়েছিল। এবার রাজ্যের ফসল পৌঁছে যাবে ভিনরাজ্যের বাজারে। যা রাজ্যের কৃষকদের আর্থিক ভাবে আরও বেশি সহায়তা করবে এবং ত্রিপুরার কৃষকদের পরিচিতিকে পৌঁছে দেবে জাতীয় স্তরে। এদিকে, ত্রিপুরার সমস্ত কৃষকবন্ধুর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মাননীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন আগরতলা থেকে কিষান রেল চালু করার জন্য।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

বুধবার সন্ধ্যায় বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত মধ্য লক্ষ্মীবিল এলাকার মহাশ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য করা হয়। কিন্তু এলাকাবাসীর দাবী বহিরাগত কোন মৃত ব্যক্তিকে এই মহাশ্মশানে দাহ করা যাবে না। ঘটনা বিস্তারিত জানালেন স্থানীয় কয়েকজন।

তবে পিপিই কিট পরিহিত অবস্থায় মধ্য লক্ষ্মীবিল মহাশ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। এলাকাবাসীরা বাঁধা দেয় সৎকার করার সময়। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় এসডিএম জয়ন্ত ভট্টাচার্যকে। তবে মহকুমা শাসক এলাকাবাসীদের আশ্বস্ত করেন মহাশ্মশানকে সেনিটাইজ করে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে বিশালগড় থানার পুলিশ এসে এলাকাবাসীদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সুস্থতা বেড়ে ৯২.৪৮ শতাংশ ভারতে ৩৫-কোটির উর্ধে কোভিড-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): ভারতে ৩৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ জুন সারা দিনে ভারতে ২০,১৯,৭৭৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৫, ০০,৫৭,৩৩০-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০,১৯,৭৭৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৮৮ জন।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ফের ১ লক্ষের বেশি কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,০১,৮৭৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৩১,৪৫৬ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৩৫,১০২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১৮ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩,২০৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৬১,৭৯,০৮৫ জন (৯২.৪৮ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১৭,৯৩,৬৪৫ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৬.৩৪ শতাংশ)।

শুধু দিল্লিতেই ১০৭, ভারতে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৫৯৪ চিকিৎসকের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): অত্যন্ত প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ ভারতে কেড়ে নিয়েছে ৫৯৪ জন চিকিৎসকের প্রাণ। শুধুমাত্র দিল্লিতেই প্রাণ হারিয়েছেন ১০৭ জন চিকিৎসক, বিহারে মৃত্যু হয়েছে ৯৬ জন চিকিৎসকের, পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জন চিকিৎসকের। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারতে মোট ৫৯৪ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। সবথেকে বেশি চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে দিল্লি ও বিহারে।
ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ৩২ জন চিকিৎসকের, অসমে ৮ জন, বিহারে ৯৬ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন, ছত্তিশগড়ে ৩, দিল্লিতে ১০৭, গুজরাটে ৩১, গোয়াতে ২, হরিয়ানায় ৩, জম্মু-কাশ্মীর ৩, ঝাড়খণ্ড ৩৯, কর্ণাটক ৮, কেরল ৫, মধ্যপ্রদেশ ১৬, মহারাষ্ট্র ১৭, মণিপুর ৫, ওড়িশা ২২, পুদুচেরি এক, পঞ্জাব ৩, রাজস্থান ৪৩, তামিলনাড়ু ২১, তেলেঙ্গানা ৩২, ত্রিপুরা ২, উত্তর প্রদেশ ৬৭, উত্তরাখণ্ড ২, পশ্চিমবঙ্গ ২৫, অজানা এক।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

● আটের পাতার পর

চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশের দল। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়। গুরুতর আহত ডা. সেউজ কুমার সেনাপতিকে উন্মত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় নগাঁও সিভিল হাসপাতালে। নগাঁও থেকে পাঠানো হয় গুয়াহাটিতে।

এদিকে দিল্লিতে অবস্থানরত মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা ঘটনার খবর পেয়ে অনতিবিলম্বে ডাক্তারের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করতে ডিজিপিকে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে কালো রঙের ওপর রিভার্সে সাদা রং দিয়ে লিখেছেন, প্রথমসারির যোদ্ধাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা কোনও অবস্থায় সহ্য করা যায় না। অপরাধীদের পাকড়াও করে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়ে নিগৃহীতকে ন্যায় পাইয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করছি। অনুরূপভাবে আজ সকালেও আবার টুইট করে অভিযুক্ত ২৪ জনকে গ্রেফতারের খবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি এও লিখেছেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে ফাস্টট্র্যাক আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চালানোর সুপারিশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তিনি স্বয়ং মনিটরিং করছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে অতিরিক্ত ডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) তথা স্পেশাল ডিজিপি আইপিএস জিপি সিং জানান, গ্রেফতার ২৪ জনের বিরুদ্ধে খুব শীঘ্রই চার্জশিট দাখিল করা হবে। তিনি জানান, গতকাল সন্ধ্যায় প্রথমে একজন, পরে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে আজ ভোর চারটা পর্যন্ত এক মহিলা সহ ২৪ জনকে এই ঘটনার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে হোজাই পুলিশ। আজই তাদের হোজাইয়ের শংকরদেব নগর বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলা হয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত শুনানি চলছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে, গতকাল রাতে নগাঁও সিভিল হাসপাতালে গিয়ে গুরুতর আহত ডা. সেউজ সেনাপতির শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। তিনিও মুখ্যমন্ত্রীর মতো ভোরের আলো ফোটার আগে সব দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করতে পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাসপাতালে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহন্ত বলেন, 'যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, আমি মর্মাহত। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে স্পষ্ট করে দিতে চাই, এ ধরনের ঘটনাকে আমরা কোনওভাবেই সহ্য করব না। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। কোভিডের এই জটিল সময়ে নিজদের জীবনকে বাজি রেখে দিবারাত্রি চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত আমাদের প্রতিটি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীর গায়ে হাত দেওয়ার কথা দূর একটি লোমেও যদি কেউ স্পর্শ করে তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' মন্ত্রীর ঘোষণা, রাজ্যের প্রতিটি চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করবে সরকার। এছাড়া এখন থেকে রাজ্যের কোনও চিকিৎসক বা চিকিৎসাকর্মীর গায়ে হাত দিলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেছিলেন, গুরুতর আহত ডা. সেউজ কুমার সেনাপতিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে যে ২৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের তালিকা প্রকাশ করেছে পুলিশ। তালিকা অনুযায়ী ধৃত অভিযুক্তরা যথাক্রমে ১. মহম্মদ কামার উদ্দিন, ২. মহম্মদ জয়নাল উদ্দিন, ৩. মহম্মদ রাহান উদ্দিন, ৪. সাইফুল আলম, ৫. রহিম উদ্দিন, ৬. রিজুল ইসলাম, ৭. তৈয়বুর রহমান, ৮. রহিম উদ্দিন, ৯. আবদুল কালাম, ১০. নুরজুল ইসলাম, ১১. আবদুল গুমি, ১২. দিলওয়ার হুসেন, ১৩. আবদুল হুসেন, ১৪. আনোয়ার হুসেন, ১৫. এক্রামুল হুসেন, ১৬. নাসির উদ্দিন, ১৭. আলিম উদ্দিন, ১৮. জামিল আহমেদ, ১৯. সাহিল ইললাম, ২০. সরিফ উদ্দিন, ২১. শফিক উদ্দিন, ২২. মফিজুর রহমান, ২৩. মতিবুর রহমান এবং ২৪. মিসমিসবা বেগম।

রিয়াং শরণার্থীরা

● আটের পাতার পর

অসীম কৃতজ্ঞতা। অবশ্যই, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিও তাঁরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। লংতরাইভ্যালি মহকুমা সদর ছৈলেংটা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গড়ে দেওয়া হয়েছে শরণার্থীদের থাকার অস্থায়ী ব্যারাক। প্রকৃতির কোলে লবণছড়া এডিসি ভিলেজের বঙ্গাফা পাড়ার পাহাড়ি এলাকায় একসঙ্গে মোট ১০টি টিনের ছাউনি দেওয়া ব্যারাক নির্মাণ করে দিয়েছে প্রশাসন। প্রত্যেকটিতে পানীয়জল ও শৌচালয়ের সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই শিবিরে আপাতত ২০৬টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। প্রত্যেকের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে ৯ কেজি চাল ও এক কেজি লবণ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া প্রত্যেকদিন দুবেলা করে আপাতত প্যাকেট করা খাবার তুলে দেওয়া হচ্ছে। সবজি সহ রান্নার অন্যান্য সামগ্রীও সরবরাহ করা হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসনের এই ঐকান্তিক প্রয়াসে আপ্লুত রিয়াং শরনার্থীরা। কীভাবে তাঁরা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাবেন সেটাই যেন ভেবে পাচ্ছেন না। বঙ্গাফাপাড়া ক্যাম্পের ব্লু ডিসপ্লেসড সেটেলমেন্ট কমিটির সেক্রেটারি ই জে চরকি সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্ররমন্ত্রী এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সেই সাথে সুদীর্ঘ এত বছর ধরে তাঁদের ওপর চলা নানা দুঃখ দুর্দশার কথা অকপটে তুলে ধরেছেন তাঁরা। জজিরাম চরকি, কালাজয় রিয়াং, ধনুরাম মেসকা, প্রদীপ রিয়াং, কিরাধন রিয়াংরা নয়া ঠিকানা পেয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত। একবাক্যে সবাই জানালেন বর্তমানে প্রশাসনের সহায়তায় তাঁদের কোনও সমস্যা নেই।

একই চিত্র ধরা পড়েছে আমবাসা মহকুমার হাদুকলাউ পুনর্বাসন ক্যাম্পেও। পুনর্বাসন, সরকারি সাহায্য, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা হয় এই ক্যাম্পের সেক্রেটারি উত্তম কুমার রিয়াংয়ের সাথে। স্পষ্টতই তিনিও স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাঁদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। এর পাশাপাশি কথা হয় জোৎসোয়ানা রিয়াং এবং অমিতা রিয়াংয়ের সাথে। তাঁরাও তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। হাদুকলাউ পুনর্বাসন ক্যাম্পে বর্তমানে ২০৭টি পরিবার অবস্থান করছেন। তাঁদের প্রত্যেকের খোঁজখবর নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকগণ। লংতরাইভ্যালি এবং আমবাসা মহকুমার দুটি শিবিরের প্রত্যেকটি ব্যারাকেই রিয়াং জনজাতিদের থাকার সুবিধার জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক পাখা সহ সোলার লাইটেরও ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই আশায় বুধ বেঁধে আছেন আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সরকারি সহায়তায় তাঁরা ব্যারাক-জীবন ছেড়ে নিজের মতো ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবেন।

৭৮-হাজার ছুঁইছুঁই কোভিড-সংক্রমণ, ব্রাজিলের মৃত্যু ২,৩৪৬

রিও ডি জেনেইরো, ২ জুন (হি.স.): ব্রাজিলে ফের অনেকটাই বাড়ল কোভিডে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা, আক্রান্তের সংখ্যাও ৭৭ হাজার ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ২,৩৪৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭,৮৯৮ জন। ফলে ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ৬৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ২,৩৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩১২-তে পৌঁছেছে।আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে অনেকটাই বাড়ল নতুন আক্রান্তের সংখ্যা, মঙ্গলবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭৭,৮৯৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৬,৬২৫,৫৭২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৫,০৬৮,১৪৬ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০৯২,১১৪ জন।

ক্রীড়াঙ্গন

মুম্বই দলের প্রধান কোচ নিযুক্ত হলেন অমল মজুমদার

মুম্বই, ২ জুন(হি.স) : রমেশ পওয়ারের উত্তরসূরি হিসেবে মুম্বইয়ের কোচ হলেন ঘরোয়া ক্রিকেটের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান অমল মজুমদার। মুম্বই দলের প্রধান কোচ হওয়ার জন্য দৌড়ে ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার ওয়াসিম জাফরও। কিন্তু জাফরকে পিছনে ফেলে মুম্বইয়ের কোচ হলেন অমল মজুমদার।

পওয়ার ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের কোচ হওয়ার পর মুম্বই দলের কোচে পদ খালি হয়। পৃথ্বী শ ও সূর্যকুমার যাদবের মুম্বই দলের প্রধান কোচের পদে মজুমদার ও জাফরের পাশাপাশি আবেদন জানিয়েছিলেন প্রাক্তন জাতীয় লেগ-স্পিনার সাইরাজ বাহুতুলে এবং ২০১২-১৩ মরশুমে রঞ্জি ট্রফি দেওয়া প্রাক্তন মুম্বই কোচ সুলক্ষণ কুলকার্নির। এছাড়া ১৯৮৩ বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের ফাস্ট বোলার বলবিন্দর সিং সান্ধু ও ছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে থেকে অমল মজুমদারকে বেছে নেয় মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি। এই কমিটির তিন সদস্য হলেন যতীন পারঞ্জাবে, নীলেশ কুলকার্নি এবং বিনোদ কাম্বলি।

আটজনের ইন্টারভিউ নেওয়ার পর ৪৬ বছরের মজুমদারকে বেছে নেয় ক্রিকেট ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি। এর আগেও মুম্বই দলের কোচের জন্য আবেদন করেছিলেন অমল। কিন্তু তাঁকে টপকে রমেশ পওয়ারকে বেছে নিয়েছিল ক্রিকেট ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি। এবার অবশ্য রমেশের উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নেওয়া হয় মজুমদারকে। পওয়ার কোচ হিসেবে মুম্বইকে সাফল্য দিয়েছেন। তাঁর কোচিংয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি জেতে মুম্বই। অবশেষে পওয়ারের জায়গা নিলেন তিনি।

প্রথমশ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজারেরও বেশি রানের অধিকারী অমল মজুমদার এর আগে নেদারল্যান্ডস এবং দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১৮ আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসেরও ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটের গ্রেট হিসেবে পরিচিত ভারতীয় দলে সুযোগ না-পেলেও প্রথমশ্রেণির ক্রিকেটে ১৭১টি ম্যাচ ১১,১৬৭ রান করেছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেছেন তিনি।

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আরও দু'বছর বার্সেলোনায় মেসি: ক্লাব সূত্র

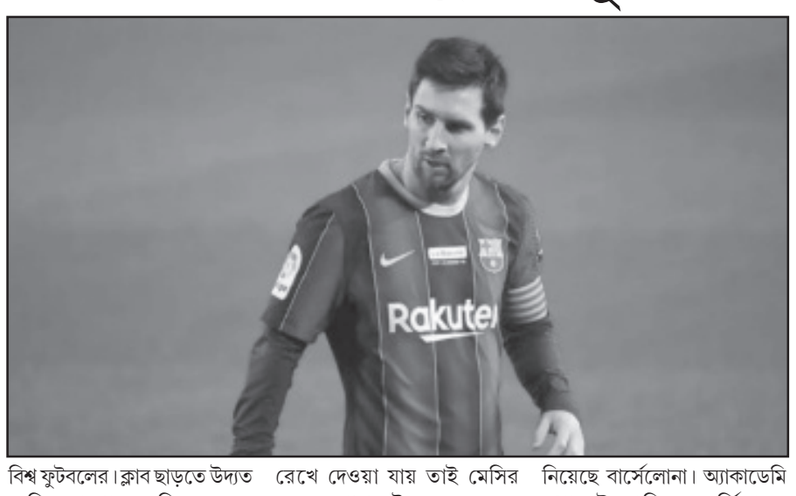

বার্সেলোনা, ২ জুন(হি.স) : অবশেষে জল্পনার অবসান ঘটল। বার্সেলোনার সঙ্গে আরও দু'বছরের জন্য চুক্তি বাড়াচ্ছেন লিওনেল মেসি। ক্লাব সূত্রে খবর, চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে, খুব শীঘ্রই নয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন আর্জেন্তিনা সুপারস্টার। জুনের শেষেই বার্সেলোনার সঙ্গে পুরনো চুক্তির মেয়াদ শেষ লিওর। স্বাভাবিকভাবেই নতুন মরশুমে আর্জেন্তাইনের নয়া ক্লাবে যোগদানের জল্পনা ছিল চর্চার শিরোনামে।

২০২০-২১ লা লিগা মরশুমের শেষ ম্যাচ অনুমতি সাপেক্ষে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লিও। স্বাভাবিকভাবে জল্পনা আরও বাড়ে। গত মরশুমের শুরুতে ক্লাবের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জোসেপ বার্তোমিউয়ের সঙ্গে আর্জেন্তিনা সুপারস্টারের মতবিরোধ শিরোনামে এসেছিল বিশ্ব ফুটবলের। ক্লাব ছাড়তে উদ্যত মেসিকে একপ্রকার চুক্তির গেরোয় আটকে রাখা হয় বার্সেলোনায়।

পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট বদলের পর ক্লাবকে মেসির তিন শর্তে বেঁধে দেওয়ার ঘটনাও অনুরাগীদের অজানা নয়। আর মেসিকে যাতে রেখে দেওয়া যায় তাই মেসির দেখানো পথ ধরেই কাজ শুরু করেন নয়া প্রেসিডেন্ট জোয়ান ল্যাপোর্তা। আসন্ন মরশুমের জন্য স্কোয়াড পুনর্নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সম্প্রতি মেসির দেশীয় সতীর্থ সার্জিও আগুয়েরোকে দলে নিয়েছে বার্সেলোনা। অ্যাকাডেমি প্রোডাক্ট এরিক গার্সিয়ারও প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। আসন্ন কোপা আমেরিকা শেষে আবারও চিরাচরিত মেরুন-নীল জার্সিতে মেসিকে দেখতে পাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

অ্যালিস্টার কুকের নজির ছুঁয়ে দেশের হয়ে সর্বাধিক টেস্ট খেলতে নামলেন জেমস অ্যান্ডারসন

লন্ডন, ২ জুন(হি.স) : প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুকের নজির ছুঁয়ে দেশের হয়ে সর্বাধিক টেস্ট খেলতে নামলেন জেমস অ্যান্ডারসন। বুধবার লর্ডসে শুরু হল ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট। আর কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের একাদশে জায়গা করে নিতেই ইতিহাসে নাম তুলে ফেললেন অ্যান্ডারসন।

১৮ বছর আগে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে এই লর্ডসেই টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল ৩৮ বছরের তারকা ফাস্ট বোলারের। যদিও এর তিন বছর বাদে ক্রিকেটের লম্বা ফর্ম্যাটে প্রথম ম্যাচ খেলে অ্যান্ডারসনকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক কুক। অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসেই পাঁচ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডের ইনিংস জয়ের শরিক হয়েছিলন জিমি। ফাস্ট বোলার হিসেবে বিশ্বের সর্বাধিক উইকেট শিকারি তিনি। একইসঙ্গে কিংবদন্তি অ্যান্ডারসন বিশ্বের একমাত্র জোরে বোলার, যিনি দেড় শোরও বেশি আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন।

কুকের অবসর নেওয়ার তিন বছর পর প্রাক্তন অধিনায়কের নজির ছুঁয়ে দেশের জার্সিতে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার নজির গড়লেন অ্যান্ডারসন। বিশ্বের সর্বাধিক উইকেট সংগ্রাহক এবং বিশ্বের একমাত্র ফাস্ট বোলার হিসেবে ৬০০ বা তার বেশি উইকেট সংগ্রাহক।

ইউরো কাপে চূড়ান্ত দল ঘোষণা করল ইতালি

রোম, ২ জুন(হি.স) : সামনে এসে গিয়েছে ইউরো কাপ। ইউরোপের সবকটি ফুটবল খেলুরে দেশই নিজেদের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই তালিকায় পিছিয়ে নেই ইতালিও। এবারের ইউরো কাপে গ্রুপ এ-তে রয়েছে ইতালি। এই গ্রুপের বাকি তিন দল তুর্কি, সুইতজারল্যান্ড এবং গ্যারেথ বেলের ওয়েলস। প্রথমদিন ১২ জুন তুর্কিদের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ইউরোর যাত্রা শুরু করবে আজুরিরা। তার আগে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল বেছে নিলেন কোচ রবার্তো মানচিনি।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ইতালির ২৬ সদস্যের দল

গোলকিপার: জিয়ানলুইগি ডোনারুমা (এসি মিলান), আলেক্স মেরেট (নাপোলি), সালভাতোর সিরিগু (তোরিনো)।

ডিফেন্ডার: ফ্রান্সেসকো আকেরবি (লাতজিও), আলেজান্দ্রো বাস্তোনি (ইন্টার মিলান), লিওনার্দো বোনুচ্চি (জুভেন্তাস), জর্জিও চিয়েল্লিনি (জুভেন্তাস), জিওভান্নি ডি লরেঞ্জো (নাপোলি), এমারসন পালমেইরি (চেলসি), আলেজান্দ্রো ফ্লোরেঞ্জি (পিএসজি), লিওনার্দো স্পিনাজ্জোলা (রোমা), রাফায়েল তোলোই (আটালান্টা)।

মিডফিল্ডার: নিকোলো বারেল্লা (ইন্টার মিলান), ব্রায়ান ক্রিস্টানন্তে (রোমা), ফ্রেল্লো জর্জ লুইজ জর্গিনহো (চেলসি), ম্যানুয়েল লোকাতেল্লি (সোসুলো), লরেঞ্জো পেলিগ্রিনি (রোমা), স্টেফানো সেনসি (ইন্টার মিলান), মার্কো ভেরাত্তি (পিএসজি)।

ফরোয়ার্ড: আন্দ্রেয়া বেলোত্তি (তোরিনো), ডোমেনিকো বেরার্দি (সোসুলো), ফেদেরিকো বের্নার্দেচি (জুভেন্তাস), ফেদেরিকো চিয়েসা (জুভেন্তাস), সিরো ইমোবাইল (লাতজিও), লরেঞ্জো ইনসিগনে (নাপোলি), গিয়াকোমো রাসপাদোরি (সোসুলো)।

ভ্যাকসিন নিলে গ্যালারিতে বসেই আইপিএল উপভোগ করতে পারবেন দর্শকরা!

করোনার চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে মাস তিনেক পরই ফের শুরু হবে স্থগিত হওয়া আইপিএল। চলতি বছর ভারতের মাটিতে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামেই খেলেছেন কোহলি-রোহিত-ধোনিরা। কিন্তু আমিরশাহীতে কি ছবিটা বদলাবে? গ্যালারিতে বসে কি কুড়ি-বিশের লড়াই উপভোগ করতে পারবেন দর্শকরা? শোনা যাচ্ছে, স্টেডিয়ামে দর্শক ঢোকার অনুমতি দিতে পারে এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড। তবে একটি বিশেষ শর্ত রয়েছে।করোনার দাপটে মাঝপথেই থমকে গিয়েছিল আইপিএল ১৪। একাধিক ক্রিকেটার মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় টুর্নামেন্ট স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তারপর থেকেই জোর জল্পনা শুরু হয়ে যায়। চলতি বছর কি স্থগিত হওয়া আইপিএল আয়োজিত হবে? হলে কোথায় বসবে আসর? রবিবার সেসব কৌতূহল দূর করেন খোদ বিসিসিআই সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা। জানিয়ে দেন, আগামী সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে হবে টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলি। ফাইনাল অক্টোবরে। কিন্তু করোনা আবহে কি ফাঁকা মাঠেই হবে খেলা? একটি ইংরাজি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, দর্শকদের মাঠে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে যাঁরা করোনা ভ্যাকসিন নিয়েছেন, তাঁরা হয়তো প্রবেশ করতে পারবেন।গত বছর ভারতে করোনার দাপটে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল খেলার দুনিয়া। স্থগিত ও বাতিল হয়ে যায় একের পর এক সিরিজ। স্থগিত হয় আইপিএলও। পরে আমিরশাহীতে টুর্নামেন্ট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিসিসিআই।এবং অতিমারী আবহে সফলভাবেই হয় টুর্নামেন্ট। তবে সব ম্যাচই হয়েছিল দর্শকশূন্য মাঠে। তবে এবার স্টেডিয়ামে ৫০ শতাংশ দর্শক উপস্থিত থাকতে পারেন। আমিরশাহী বোর্ডের এক কর্তা নাকি জানিয়েছেন, টিকা নিয়েছেন, এমন ক্রিকেটপ্রেমীদের নিয়ে ভরতে পারে ৫০ শতাংশ গ্যালারি।মাঠে দর্শককে অনুমতি দেওয়া নিয়ে এমিরেটস বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে বিসিসিআই। যেহেতু সেখানে বেশিরভাগ মানুষই ভ্যাকসিন পেয়ে গিয়েছেন, তাই অর্ধেক গ্যালারি দর্শকে ভরতেও পারে বলে খবর। যদিও দুই বোর্ডের তরফে এখনও এ ব্যাপারে কোনও ঘোষণা হয়নি।

জিদানের জায়গায় অ্যান্সেলোত্তিকে কোচ করল রিয়াল, ক্লাব ছাড়তে পারেন ব্যামোসও

রিয়াল মাদ্রিদে এখন বদলের হাওয়া। কোচ জিনেদিন জিদান মরশুমের শেষেই ক্লাব ছেড়েছেন। এবার শোনা যাচ্ছে অধিনায়ক সের্জিও ব্যামোসও পা বাড়িয়ে রয়েছেন অন্য ক্লাবের দিকে। যা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে মাদ্রিদ ভক্তরা। তবে তাঁদের জন্য খুশির খবর, জিদানের বদলে যিনি ক্লাবের নতুন ম্যানেজার হলেন, তিনি বিশ্ব ফুটবলের সফলতম ম্যানেজারদের মধ্যে অন্যতম। তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-সহ বহু ট্রফিজয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। এর আগে রিয়ালেও সাফল্যের সঙ্গে কোচিং করিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবারই ক্লাবের ম্যানেজার হিসেবে কার্লো অ্যান্সেলত্তির নাম ঘোষণা করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।গত মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা এবং কোপা ডেল রে- তিনটে টুর্নামেন্টই হাতছাড়া হয়েছে। গোটা মরশুম ট্রফিহীন থাকার ফলে জিনেদিন জিদানকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজই নাকি প্রাক্তন ফরাসি তারকার ক্লাব ছাড়ার অন্যতম কারণ। জিদানের পরিবর্তে রিয়ালের কোচ হিসেবে মাসমিলিয়ানো আলেগ্রির নাম শোনা যাচ্ছিল কয়েকদিন ধরেই। কিন্তু অ্যালেগ্রি মাদ্রিদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে যোগ দিয়েছেন জুভেন্তাসের কোচের পদে। ফলে ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ ফের ''ডন কার্লো''কে রিয়াল মাদ্রিদের হেডস্যার হিসেবে নিয়োগ করলেন। মঙ্গলবার ক্লাবের সরকারি ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, কার্লো অ্যান্সেলোত্তি আগামী ৩ মরশুম রিয়াল মাদ্রিদের ম্যানেজার থাকবেন অ্যান্সেলোত্তি।রিয়ালে যোগ দেওয়ার আগে অ্যান্সেলোত্তি ইংলিশ ক্লাব এভার্টনের ম্যানেজার ছিলেন। এর আগে ২০১৩-১৪ এবং ১৪-১৫ মরশুমে রিয়ালেরও কোচিং করিয়েছেন তিনি। তাঁর হাত ধরেই নিজেদের দশম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফিটি জিতে নিয়েছে রিয়াল। সেই সঙ্গে কার্লো রিয়ালকে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ এবং কোপা দেল রে-ও জিতিয়েছেন। কিন্তু তারপর পাঁচ মরশুম একাধিক ক্লাবে কোচিং করিয়েও সেভাবে সাফল্য তিনি পাননি। তাছাড়া, অ্যান্সেলোত্তি আগেরবার যে দল পেয়েছিলেন,সেই দলে ছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো তারকা। সেই দলের থেকে এবারের দল অনেকটাই দুর্বল। তাছাড়া শোনা যাচ্ছে দলের অন্যতম ভরসার জায়গা অধিনায়ক সের্জিও ব্যামোসও নাকি দল ছাড়তে চান। মাদ্রিদ যে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে, সেটি অধিনায়কের পছন্দ নয়। সুতরাং, অ্যান্সেলোত্তির প্রথম চ্যালেঞ্জই হবে ব্যামোসকে ধরে রাখা।

টি-২০ বিশ্বকাপ ১৬ দলের আয়োজিত হবে, আইসিসির বৈঠকে সিদ্ধান্ত

দুবাই, ২ জুন(হি.স) : ক্রিকেটকে দর্শকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করতে একের পর এক নয়া নিয়ম আনছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। এবার ২০২৭ ও ২০৩১ বিশ্বকাপ হতে চলেছে ১৪ দলের এমনটাই জানিয়েছে আইসিসি। শুধু তাই নয় টি-২০ বিশ্বকাপ ২০ দলের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে বিশ্বকাপ ১০ দলের আয়োজিত হয়। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে হওয়া বিশ্বকাপ ১০ দলের হয়েছিল। ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে আয়োজিত বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা ১০-এ নামিয়ে আনা হয়। এর আগে ২০১১ সালে বিশ্বকাপ ১৪ দলের করা হয়েছিল।

বুধবার আইসিসির ভার্চুয়াল বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বোর্ড সচিব জয় শাহ। এদিন আইসিসি ২০২৪ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ক্রিকেটের সূচি স্থির করেছে। ২০২৭ ও ২০৩১ সালের বিশ্বকাপে ১৪ দলের বিশ্বকাপ আয়োজন করা হলে ৫৪ ম্যাচের টুর্নামেন্ট দেখবে গোটা বিশ্ব। অন্যদিকে টি-২০ বিশ্বকাপ ২০ দলের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। যা আয়োজিত হবে ২০২৪, ২০২৬, ২০২৮ ও ২০৩০ সালে। ২০ দলের হলে টি-২০ বিশ্বকাপ ৫৫ ম্যাচের ফরম্যাটে টুর্নামেন্ট আয়োজিত হবে। এবারে আয়োজিত টি-২০ বিশ্বকাপ ১৬ দলের আয়োজিত হবে।

রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হয়ে ফিরলেন কার্লো আনসেলোত্তি

মাদ্রিদ, ২ জুন(হি.স) : জিনেদিন জিদানের পর রিয়াল মাদ্রিদের কোচ পদে প্রাথমিকভাবে রাউল গঞ্জালেস, মাসিমিলিয়ানো অ্যালেগ্রি এবং পরবর্তীতে অ্যান্তোনিও কন্তের নাম জোরালো হয়েছিল। কিন্তু গত ৪৮ ঘন্টায় সবাইকে পিছনে ফেলে অদ্ভুতভাবে দৌড়ে চলে আসেন প্রাক্তন কোচ কার্লো আনসেলোত্তি। নয়া কোচ হিসেবে চূড়ান্তই হয়ে গেলেন বর্ষীয়ান এই কোচ। এভার্টনের কোচের পদে ইস্তফা দিয়ে রিয়ালে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে চলেছেন আনসেলোত্তি।

এর আগে ২০১৩-১৫ মাদ্রিদ জায়ান্টদের কোচ হিসেবে আনসেলোত্তি ছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 'লা দেসিমা''র রূপকার। তিন বছরের চুক্তিতে আবারও বার্নাব্যুতে ফিরলেন তিনি। প্রাক্তন সফল কোচকে ফিরিয়ে রিয়াল এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে লিখেছে, 'আগামী তিন মরশুমের জন্য কার্লো আনসেলোত্তি আমাদের প্রথম দলের কোচ হচ্ছেন।' বুধবার চুক্তিতে সই করে মিডিয়ার মুখোমুখি হবেন তিনি। ২০১৯ থেকে প্রিমিয়র লিগে এভার্টনের দায়িত্ব সামলানো আনসেলোত্তি মঙ্গলবার প্রিমিয়র লিগ ক্লাবের কোচের পদে ইস্তফা দিয়েছেন। বিশ্ব ফুটবলে মাত্র তিনজন কোচের ঝুলিতে তিনটি ইউরোপিয়ান কাপ/চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের নজির রয়েছে। ৬১ বছরের আনসেলোত্তি হলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ২০১৩-১৪ রিয়ালকে ইউরোপ সেরা করার আগে ২০০৩ এবং ২০০৭ এসি মিলানকে চ্যাম্পিয়ন লিগ জিতিয়েছিলেন আনসেলোত্তি। ২৬ বছরের দীর্ঘ কোচিং কেরিয়ারে জুভেন্তাস, চেলসি, পিএসজি, বায়ার্ন মিউনিখের কোচ হিসেবেও অভিজ্ঞতা রয়েছে ইতালিয়ান এই কোচের।

ফের পিছিয়ে গেল এশিয়া ফুটবলের মেগা ইভেন্ট এএফসি কাপ

ঢাকা, ২ জুন(হি.স) : ফের পিছিয়ে গেল এএফসি কাপ। মে মাসে খেলা স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর এএফসি কাপ জন্য ৩০ জুন থেকে ৬ জুলাই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একই সময়ে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চলবে বলে এএফসির কাছে টুর্নামেন্ট পেছানোর আবেদন করে বসুন্ধরা কিংস। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই অগাস্ট মাসে এএফসি কাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত জানায় এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন। ১৫ আগস্ট ভারতের বেঙ্গালুরু এফসি ও মালদ্বীপের ঈগলস এফসির প্লে-অফ ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এএফসি কাপ।

নতুন সূচিতে অবশ্য ভেন্যুর নাম ও ম্যাচ শুরুর সময় উল্লেখ করেনি এএফসি। টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা ছিল মালদ্বীপে। কিন্তু অগাস্টের ভেন্যু এখনও চূড়ান্ত ভাবে কিছু জানায়নি এএফসি।অনুরোধে সাড়া দেওয়ায় এএফসিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বসুন্ধরা কিংস সভাপতি ইমরুল হাসান। পাশাপাশি ম্যাচে অগাস্টে পিছিয়ে যাওয়ায় এএফসির কাছে ম্যাচ আয়োজন করারও আবেদন জানায় বসুন্ধরা কিংস।

সহজেই ফ্রেঞ্চ ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেও মনমরা নোভাক জোকোভিচ

ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ডে নেমে কোনও সমস্যার মুখেই পড়তে হল না নোভাক জোকোভিচকে। মঙ্গলবার আমেরিকার টেনিস স্যান্ডগ্রেনকে সহজেই ৬-২, ৬-৪, ৬-২ গেমে হারিয়ে দিলেন তিনি। এই প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেনে রাতে পুরুষদের কোনও ম্যাচ হল।রাত ৯টা থেকে প্যারিসে কার্ফু থাকায় ফিলিপে শাঁতিয়ের কোর্টে কোনও দর্শককে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তবে তাতে কোনও অসুবিধা হয়নি জোকোভিচের। ম্যাচ জিততে খুব একটা পরিশ্রমই করতে হয়নি। তৃতীয় সেটে একসময় তিনি পরপর পাঁচটা গেম জিতেছেন।যদিও ম্যাচের পর জোকোভিচ বলেছেন, দর্শক থাকলে ভাল লাগত। তাঁর কথায়, "প্রথম পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে রোলাঁ গারোজে রাতে খেলতে পেরে গর্বিত। বেশ নতুন একটা উত্তেজনা ছিল। নিজের খেলা নিয়েও আমি সন্তুষ্ট। তবে আশপাশটা বড্ড শান্ত লাগছিল। কিছু দর্শক থাকলে ব্যাপারটা বেশ জমত।" পরের রাউন্ডে উরুগুয়ের পাবলো কুয়েভাসের মুখোমুখি জোকোভিচ।

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION

With reference to the notice Inviting Quotation, the sealed quotation on prescribed quotation format invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied supplier of SM-170 FLOUR MILL/MULTI PURPOSE GRINDER & BAND SEALER in connection TRLM as per specification to this office for the FY 2021-22.

The Quotation will be received (in tender box) from 10.00 am to 02.00 pm w.e.f. **1st June 2021 to list June 2021** in the office of the undersigned. The detailed tender notice along with prescribed format/ Specification may be collected from office of the undersigned on or before 11st May The same will be opened on **14th May, 2021** on any working days during office hours.

Sd/- (Animesh Debbarma)
Block Mission Manager(BDO)
BMMU Unit of TRLM
Killa RD Block, Gomati Tripura

ICA-C-834/21

PUBLIC NOTICE

Survey of SECC — 2011 households is being conducted to identify eligible beneficiaries for housing under PMAY-G under Boxanagar R.D. Block. Sepahijala District & 384 households are not found in Block area. Claims & Objection are invited from genuine households within next 07 (Seven) days which may be submitted **to the office** of BDO Boxanagar in plain paper.

List is available in Notice board of Block /GP/VC office.

Sd/-[Dhriti Sekhar Roy]
Block Development officer
Boxanagar R.D. Block
Sepahijala, Tripura.

ICA-D-245/21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE/MCD/ PWD(R&B)/2021-22, Dated:-28-05-2021

On behalf of the 'Governor of Tripura' The **Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura** invites **percentage rate e-tender** from the eligible bidders up to **3.00 PM on 08-06-2021** for the works:-

1. DNIT NO:-11/EE/MCD/PWD(R&B)/2021-22.
2. DNIT NO:-12/EE/MCD/PWD(R&B)/2021-22.
3. DNIT NO:-13/EE/MCD/PWD(R&B)/2021-22.

For details Visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436131244/9862781261. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B)
Kunjaban, Agartala.

ICA-C-848/21

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ছাউমনু আর ডি ব্লকের আওতাধিন ১৪টি ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত Additional eligible beneficiaries on SECC-2011 Data appending in the permanent wait List of PMAY-(G) under Chawmanu RD Block. (Displayed in the block Notice board/District website) ব্যক্তিবর্গের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উল্লেখিত ঠিকানায় সার্ভে করতে গিয়ে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি অথবা আপনি এই ব্লক এলাকায় থাকেন না। তাই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আপনাকে অবগত করা হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭(সাত) দিনের (Working Days) মধ্যে নিজ নিজ যথাযথ প্রমাণপত্র সহ ছাউমনু আর ডি ব্লক অফিসের পিএমওয়াই(জি) সেকশনে যোগাযোগ করার জন্য। অন্যথায় নাম অপসারণ করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে এবং পরবর্তীকালে সার্ভের আর কোনও সুযোগ দেওয়া হবে না।

স্বাঃ- ললিত চাকমা
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
ছাউমনু আর.ডি. ব্লক, ধলাই ত্রিপুরা

ICA-D-238/21

Notice Inviting e-Tender

The Executive Engineer, Department of Fisheries, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** for the following works:-

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	TENDER DOCUMENT FEE	EARNEST MONEY
1	DNIT No. EE(FY)/ 2020-21/ 12 (2nd Call)	Rs. 2,75,299.00	Rs. 1000.00	Rs. 2,753.00

➢Document download start date : 03/06/2021, 11.30 AM
➢Bid Submission end date : 21/06/2021, 3.00 PM
➢Tender opening date : 21/06/2021 at 3.30 pm
➢All the above mentioned times are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in
➢The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in
➢Corrigendum if any will be published only on the above website.

For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/- (ER. P. K. DAS)
Executive Engineer
Department of Fisheries
Tripura, Agartala.

ICA-C-841/21

ডব্লিওএইচও এর কার্যনির্মবাহী কমিটির ভার্চুয়েল বৈঠকে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন। ছবি-পিআইবি।

আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে প্রশ্ন করবেন না, চ্যাপ্টার ইজ ওভার নাও ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.) : ২৪ ঘন্টায় আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রকাশ্য আচরণ বদলে গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এনিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। সদ্য প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সঙ্ঘাত চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে। এখনও তার সম্পূর্ণ সমাধান না হলেও এনিয়ে এখন আর কিছু বলতে চান না মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্য করলেও তিনি জানিয়ে দেন ওই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না। আলাপন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি এই বিষয়ে কোনও প্রশ্নের জবাব দেব না। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যাপ্টার ইজ ওভার।" ঘটনাচক্রে, ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আলাপন নিজেও।

কেন মমতা ওই কথা বললেন, তা স্বভাবতই আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, আলাপন-বিতর্ক এখনও টাটকা রাজ্য রাজনীতি তথা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। সেই সময়ে মমতা কেন এমন বললেন, তা নিয়ে একাধিক অভিমত রয়েছে। অনেকে বলেছেন, মমতা যে আর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন না, সেটাই তিনি 'চ্যাপ্টার ওভার' বলে বুঝিয়ে দিলেন। আবার অনেকের মতে, মমতা চাইছেন না, আলাপনকে নিয়ে নতুন কোনও সঙ্ঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হোক। কারণ, আলাপন এখন একদিকে যেমন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা, তেমনই তাঁকে শোকজও করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবারের মধ্যে তাঁর জবাব চেয়ে পাঠানো হয়েছে। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা নতুন করে ওই বিষয়ে মন্তব্য করে নতুন কোনও সঙ্ঘাতের পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছেন না বলেই অনেকে মনে করছেন। এখন দেখার, আলাপন শোকজের কী জবাব দেন এবং সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করে।

গত শুক্রবার ইয়াসের ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনায় প্রধানমন্ত্রীর ডাকা কলাইকুন্ডার বৈঠক ঘিরে শুরু হয় কেন্দ্র-রাজ্য সঙ্ঘাত। আলাপনকে দিল্লিতে সোমবার সকালে রিপোর্ট করতে বলা হয়। কিন্তু সেই তলবে সাড়া দেননি আলাপন। রাজ্য সরকারের দেওয়া মুখ্যসচিব পদে ৩ মাসের মেয়াদ বৃদ্ধি, যা কেন্দ্র প্রাথমিক ভাবে অনুমোদন করেছিল, তা-ও নেননি তিনি। নির্দিষ্ট দিনে অবসর নিয়ে নেন। তার পরেই পরেই মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করেন মমতা।

নিয়ন্ত্রণরেখা ফের অশান্ত, আর্নিয়া সেক্টরে সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

জম্মু, ২ জুন (হি.স.): হামলার মনোভাব থেকে কিছুতেই পিছু হটছে না পাকিস্তান, ফলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ফের অশান্ত হল। বিনা প্ররোচনায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও বুধবার সকালে জম্মুর উপকণ্ঠে আর্নিয়া সেক্টরের বিক্রম পোস্ট এলাকায় ২০-২৫ রাউন্ড গুলি চালায় পাকিস্তানি রেঞ্জার্সরা। বুলেট-প্রুফ জেসিবি মেশিন লক্ষ্য করে গুলি চালায় পাক রেঞ্জার্সরা। প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বিএসএফ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল ৮.১৫ মিনিট নাগাদ জম্মুর উপকণ্ঠে আর্নিয়া সেক্টরের বিক্রম পোস্ট এলাকায় ২০ থেকে ২৫ রাউন্ড গুলি চালায় পাকিস্তানি রেঞ্জার্সরা। একটি জেসিবি মেশিন দেখা মাত্রই পাক রেঞ্জার্সরা গুলি চালায়। এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। বিএসএফ পাক রেঞ্জার্সদের যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে।

ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের সকলকে টিকাকরণের পরিকল্পনা সরকারের : কিশান রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত দেশবাসীকে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি। একইসঙ্গে রেড্ডি জানিয়েছেন, 'আগামী ৭ থেকে ৮ মাস ধরে চলবে টিকাকরণ, সবাই টিকা পাবেন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।' বুধবার জি কিশান রেড্ডি জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত দেশবাসীকে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার এবং ২৫০ কোটি ভ্যাকসিনের ডোজ উৎপাদনের জন্য বেশ কিছু ফার্মা কোম্পানির সঙ্গে কথা হয়েছে।'

রেড্ডি জানিয়েছেন, 'মঙ্গলবারই হায়দরাবাদে এসেছে স্পুটনিক ফাইজার ও জনসন এন্ড জনসন পাওয়ার বিষয়েও আলোচনা চলছে।' দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি জানিয়েছেন, 'আগামী ৭ থেকে ৮ মাস ধরে চলবে টিকাকরণ, সবাই টিকা পাবেন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

দ্বাদশের পরীক্ষা বাতিল মধ্যপ্রদেশে গুজরাটেরও একই সিদ্ধান্ত

ভোপাল, ২ জুন (হি.স.): দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল মধ্যপ্রদেশ বোর্ড। একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে গুজরাটও। গুজরাটেও বাতিল করা হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা। বুধবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা এবার হবে না। বাচ্চাদের জীবন আমাদের কাছে অমূল্য। আমরা পরে কেরিয়ারের চিন্তা করব। কোভিডের বোঝার মধ্যেই পরীক্ষার্থীদের মানসিক বোঝা আমরা বাড়াতে চাইছি না।'

বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্য হিসেবে কেন্দ্রের কাছে বিনামূল্যে করোনা-টিকা চেয়েছে মিজোরাম, মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে

আইজল, ২ জুন (হি.স.) : বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্য হিসেবে মিজোরামকে বিনামূল্যে করোনার টিকা সরবরাহ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। মূলত, রাজ্যের কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই তিনি কেন্দ্রের দরবারে এই আবেদন জানিয়েছেন। তাতে রাজ্যের আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা উপকৃত হবে দাবি করেছেন ম্যুমন্ত্রী।

জোরামথাঙ্গা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে প্রেরিত এক পত্রে লিখেছেন, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যখন করোনার প্রকোপ নিম্নমুখী তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তার প্রভাব ক্রমশ ঊর্ধমুখী। প্রতিদিন করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তিনি বলেন, অতিমারির কবলে পড়ে দেশের আয়ের উৎসে আঘাত এসেছে ঠিকই। কিন্তু দেশের ছোট ছোট রাজ্য যেমন মিজোরাম, যেখানে আয়ের উৎস খুবই সীমিত, সেখানে তার প্রভাব আরও মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের টিকাকরণে রাজ্য সরকারকে টিকা ক্রয়ে খরচ বহন করতে হচ্ছে, তাতে রাজ্যের ঘাড়ে বিরাট বোঝা চাপছে।

তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিতে টিকাকরণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছেন। বিশেষ করে মিজোরামকে বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্য হিসেবে টিকার সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করুক, সেই আবেদন জানিয়েছেন, জানান মুখ্যমন্ত্রী। সাথে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ঐক্যবদ্ধভাবে একই দাবি কেন্দ্রের কাছে রাখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য কেন্দ্র এখনও মিজোরামের আবেদনে সায় দেয়নি।

কেন্দ্র ও রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের উদ্যোগে দুই দশকের সমস্যার সমাধান, ত্রিপুরায় স্থায়ী ঠিকানা পেলেন রিয়াং শরণার্থীগণ

আগরতলা, ২ জুন।। অনিশ্চিয়তার কালোমেঘ এক সময় ঠিকই কেটে যায়। তাতে প্রয়োজন হয় ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ় মানসিকতা। তাই, রিয়াং শরণার্থীদের চোখেমুখে তাঁদের এখন নিশ্চয়তার ছাপ। দীর্ঘ প্রায় ২৪ বছর নিদারুণ দুঃখ, কষ্ট দুর্দশার শেষে নিজের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মেরও নিশ্চয়তা পেয়েছেন তাঁরা। পেয়েছেন স্থায়ী ঠিকানা। মুছে গেছে নিজ দেশে শরণার্থী নামের তকমা। তাঁরা আজ আনন্দে আপ্লুত। কৃতজ্ঞও বটে। তাঁরা কৃতজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রতি। কারণ তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই দীর্ঘ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে মিজোরামে জাতি বিরোধের শিকার হয়ে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল কয়েক হাজার রিয়াং জনজাতি অংশের মানুষ। উদ্বাস্তু হিসেবে তাঁদের স্থান হয়েছিল অবিভক্ত কাঞ্চনপুর মহকুমার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে। এখন তারা ত্রিপুরার স্থায়ী নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসন পাচ্ছেন।

হয়তো ত্রিপুরার ভবিষ্যত বদলানোর উদ্দেশ্যেই ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। ত্রিপুরাবাসীর পাশাপাশি রিয়াং শরণার্থীদের ভাগ্যাকাশে সোনালী রৌদ্র দেখা দিতে শুরু করে তখন থেকেই। দীর্ঘ দু'দশক সময় ধরে কেউ কল্পনাও করেনি তাঁদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য একটি সরকার এতটা মরিয়া হয়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে বিপ্লব কুমার দেব রিয়াং শরণার্থীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার দেন। কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার ও রিয়াং শরণার্থী প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার পর কয়েক শতাধিক পরিবার নিজ ভূমিতে ফিরে যান। কিন্তু একটা বড় অংশ নতুন করে অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কায় মিজোরামে ফিরে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। যে কারণে তাঁদের কীভাবে পুনর্বাসন দেওয়া যায় সেটা নিয়ে নতুনভাবে প্রশাসনিক চিন্তাধারা শুরু হয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে শুরু হয় কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার ও রিয়াং শরণার্থী প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা। দফায় দফায় আলোচনা ও বৈঠক শেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ২০২০ সালের ১৬ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার ও ব্রু রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত শুরু হয় ত্রিপুরার মাটিতে রিয়াং শরণার্থীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া।

গত ১৯ এপ্রিল কাঞ্চনপুর ও পানিসাগর মহকুমা থেকে ৮ শতাধিক রিয়াং শরণার্থী পরিবারকে স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার কাসকাউ ও ওয়াইবাকছড়া রানিছড়া এবং ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি ও আমবাসা মহকুমায় নিয়ে আসা হয়। এর মধ্যে ধলাই জেলায় রয়েছে চার শতাধিক পরিবার। রাজ্য প্রশাসনের এই উদ্যোগে নবজন্ম পেয়েছেন রিয়াং শরণার্থীগণ। তাইতো তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে রাজ্য সরকারের প্রতি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নো ভ্যাকসিনেশন, নো স্যালারি পদক্ষেপ ফিরোজাবাদ প্রশাসনের

লখনউ, ২ জুন (হি. স.) : যতক্ষণ না কেউ ভ্যাকসিন নেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের বেতন আটকে রাখা হবে। সরকারি কর্মচারীদের টিকা নিতে উৎসাহিত করতে এমনই অভিনব পদক্ষেপ নিল উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক চন্দ্র বিজয় সিং মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, টিকা না নিলে বেতন দেওয়া হবে না অর্থাৎ 'নো ভ্যাকসিনেশন, নো স্যালারি'। এখনও পর্যন্ত যেই কর্মীরা টিকা নেননি তাঁদের একটি তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। বেতন আটকে যাওয়ার ভয়ে প্রত্যেকেই ভ্যাকসিন নেবেন বলেই মনে করছেন জেলার মুখ্য উন্নয়ন আধিকারিক চর্চিত গৌর। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশে সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণ রুখতে জোর দেওয়া হচ্ছে টিকাকরণে। তবে এই টিকা নিতে অনেকেই অনীহা দেখাচ্ছেন। সেকারণেই এই নয়া পদক্ষেপ নিয়েছেন জেলা প্রশাসক। প্রশাসনের এমন উদ্যোগের প্রশংসা করছেন অনেকেই।

ভ্যাকসিন বন্টন নিয়ে কেন্দ্রে বিরুদ্ধে অবিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের একজোট হওয়ার আবেদন নবীন পট্টনায়েকের

ভুবনেশ্বর, ২ জুন(হি.স) : কেন্দ্রের ভ্যাকসিন বন্টন নীতি নিয়ে সব অবিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের একজোট হওয়ার আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠালেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। বুধবার তা নিয়ে প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখলেন তিনি। প্রসঙ্গত, এ বিষয়ে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন একই আবেদন জানিয়েছিলেন।তাঁর বক্তব্য, কোনও রাজ্যই সুরক্ষিত হবে না, যতক্ষণ না টিকাকরণে রাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণ অনুমোদন দেওয়া হবে। মানুষজন করোনার তৃতীয় ধাক্কার ভয় করছেন। এই অবস্থায় টিকা না পেয়ে তাঁরা নিজেদের অরক্ষিত মনে করছে। এ বিষয়ে তাই সব কটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের একজোট হয়ে কেন্দ্রের কাছে জোরদার আবেদন জানানোর ডাক দিয়েছেন দু"রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই চিঠির কথা স্বীকার করে জানান, নবীন পট্টনায়েকের সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফাস্টট্র্যাক আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চালানোর সুপারিশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২ জুন (হি.স.) : কোভিডে আক্রান্ত জনৈক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গতকাল মঙ্গলবার লংকার উদালিতে ফুলতলি মডেল হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তারকে গণপিটুনির সঙ্গে জড়িত ২৪ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। টুইট করে এই খবর জানিয়েছেন গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং অতিরিক্ত ডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) তথা স্পেশাল ডিজিপি আইপিএস জিপি সিং। এদিকে অবাঞ্ছিত ওই ঘটনার প্রতিবাদে এবং ডাক্তার সহ সব স্বাস্থ্যকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে আজ বুধবার অসমের সব সরকারি হাসপাতালের আউটডোর (ওপিডি) বন্ধ করে দিয়েছেন 'আসাম মেডিক্যাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন' (আমসা)-এর সদস্য ও সর্বস্তরের চিকিৎসক। এছাড়া একজন কর্তব্যরত তথা কোভিড আক্রান্তদের জীবন রক্ষায় নিয়োজিত প্রথমসারির যোদ্ধার ওপর বর্বরোচিত গণহামলার ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। অপরাধীদের ফাস্টট্র্যাক আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চালানোরও দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

কোভিডে আক্রান্ত জনৈক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গতকাল মধ্য অসমের হোজাই জেলার অন্তর্গত লংকার উদালিতে ফুলতলি মডেল হাসপাতালে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছিল উত্তেজিত জনতা। একাংশ উত্তেজিত জনতা কিল-ঘুঁষি, লাথি, স্টিলের থালা, বাঁশ দিয়ে বেধম মেরেছে কর্তব্যরত ডাক্তারকে। মেজেতে ফেলে প্রাণঘাতী গণপিটুনির শিকার হয়েছিলেন ডা. সেউজ কুমার সেনাপতি। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রথমে নগাঁওয়ে ভোগননী ফুকননী অসামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীতে রাতেই নিয়ে আসা হয়েছে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

মূলত কোভিডে আক্রান্ত রোগী লংকার ২ নম্বর পিপলপুখুরি গ্রামের জনৈক গিয়াস উদ্দিনকে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল উদালির আদর্শ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার সেউজ কুমার সেনাপতি নার্স এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন। ইত্যবসরে বেলা দুটো নাগাদ রোগী গিয়াস উদ্দিন মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে অবাঞ্ছিত ঘটনাটি। রোগীর মৃত্যুর খবরে উত্তেজিত হয়ে পড়েন তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং তাঁদের সঙ্গে আগত ব্যক্তিরা। তারা দলবদ্ধভাবে ডাক্তার সেনাপতির ওপর হামলা করে বসেন। প্রায় কুড়ি থেকে তিরিশ মিনিট তাঁর ওপর চলে বর্বর আক্রমণ। উন্মত্ত জনতা হাসপাতালের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুশীল কুমারকে আরও ৩ দিন পুলিশি হেফাজতে চাইল দিল্লির অপরাধ দমন শাখা

নয়াদিল্লি, ২ জুন(হি.স) : তদন্তের স্বার্থে সুশীল কুমারকে আরও ৩ দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার আবেদন জানাল দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। বুধবার দিল্লি আদালতে এই আর্জি জানানো হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারায় মামলা দায়ের করে তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করার মারাত্মক অভিযোগ আনল পুলিশ।

গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে গত ১০ দিন ধরে পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন জোড়া পদকজয়ী কুস্তিগীর সুশীল, তাঁর সহযোগী অজয় কুমার শেরাওয়াত ও এই খুনের সঙ্গে যুক্ত আরও সাত জন। ২৩ বছরের সাগর রানা হত্যাকাণ্ডে দুজনকে গ্রেফতার করার পর গত ২৩ মে প্রথম বার আদালতে তোলা হয়। সে বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ছয় দিন পুলিশি হেফাজতে ছিলেন দুই অভিযুক্ত। এরপর গত ২৯ মে সুশীল ও শেরাওয়াতকে আরও চার দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লি আদালত। কিন্তু দিল্লি পুলিশের দাবি সুশীল বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট করেছেন। তাছাড়া পুলিশকে তদন্তে যথাযথ সাহায্যও করছেন না। তাই মামলা পোক্ত করার জন্য সুশীলের বিরুদ্ধে ২০১ ধারায় মামলা সাজিয়ে আদালতের কাছে আরও ৩ দিন সময় চাইল দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা।

লংকা-কাণ্ডের প্রতিবাদে ডিমা হাসাও এবং বরাক উপত্যকার তিন জেলার সরকারি হাসপাতালের ওপিডি পরিষেবা বন্ধ ডাক্তারদের

হাফলং (অসম), ২ জুন (হি.স.) : সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে বুধবার ডিমা হাসাও এবং বরাক উপত্যকার তিন জেলার ডাক্তাররা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর শারীরিক বর্বর নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। মঙ্গলবার হোজাই জেলার উদালিতে ফুলতলি মডেল হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সেউজ কুমার সেনাপতির উপর বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে হাফলং সরকারি হাপাতালের চিকিৎসকরা কালো ব্যাজ পরিধান করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানোর পাশাপাশি জরুরিকালীন পরিষেবা ছাড়া বহির্বিভাগে (ওপিডি) রোগী দেখা থেকে বিরত থাকেন। একইভাবে কাছাড় জেলার সব সরকারি হাসপাতাল সহ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল সহ জেলার সব হাসপাতাল, হাইলাকান্দি জেলার সব সরকারি হাসপাতালে একই ঘটনার প্রতিবাদে 'আসাম মেডিক্যাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন' (আমসা)-এর সদস্য ও সর্বস্তরের চিকিৎসক ওপিডি পরিষেবা বন্ধ রেখেছেন। তবে রোগীদের কথা বিবেচনা করে সর্বত্র জরুরিকালীন পরিষেবা চালু রেখেছেন চিকিৎসকরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।